CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 May, 2021 ■ আগরতলা, ১০ মে, ২০২১ ইং ■ ২৬ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## কবি প্রণাম

রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র কাননে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মর্মর মুর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

# সরকার লকডাউনের কথা বিবেচনা করবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেলেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ উদয়পুর, ৯ মে।।** রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগরতলা পুর পরিষদ সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর ও নগর এলাকায় চলছে নৈশ কারফিউ। এরই মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে গুঞ্জন রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই লকডাউন দিতে চলেছে রাজ্যে। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল ও আজ পৃথক স্থানে একই কথা বলেছেন যে এখনই রাজ্য সরকার লকডাউনের চিন্তা ভাবনা করছে না। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেলেই সরকার লকডাউনের কথা বিবেচনা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও ঊনকোটি জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার আজ প্রথমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবম মহকুমার ভুরাতলীস্থিত একলব্য আবাসিক স্কুলের কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। কোভিড কেয়ার সেন্টারের অ'জেন সরবরাহ, ঔষুধপত্র, করোনা টেস্টের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন।

কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, এস পি ড. কুলবন্ত সিং, প্রধান সচিব জে কে সিনহা এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ উপস্থিত ছিলেন। একলব্য আবাসিক স্কুলের কোভিড কেয়ার সেন্টারে এখন ৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১০০টি শয্যা রয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে জেলা হাসপাতালের কোভিড হেলথ সেন্টার পরিদর্শন করেন। এখানে ৪টি ভেন্টিলেটর ও ১১টি অ'জেনযুক্ত শয্যা রয়েছে। জেলা হাসপাতালের কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, কোভিড মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত রয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

রাজ্যের জেলা ও মহকুমাগুলিতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যে এখনই লকডাউনের বিষয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেলেই সরকার লকডাউনের কথা বিবেচনা করবে। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে কোভিড সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী জেলা হাসপাতালের প্রস্তাবিত অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের জায়গাটি পরিদর্শন করেন। শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। এখানে ৪৫টি শয্যা রয়েছে। বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের ডেডিকেটেড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শনের সময় প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যথাযথ মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।।** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র কাননে রাজ্যভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোভিড পরিস্থিতিতে এবার রাজ্যে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। সকালে রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিশ্বকবির পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে পুপস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান অরংণোদয় সাহা, রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডা. পি কে গোয়েল ও অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও বিশ্বকবির পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে পুপস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি বিধিনিষেধ মেনে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। তিনি রাজ্যবাসীকে সুস্থ ও নিরোগ থাকার জন্য সচেতনতা অবলম্বন করে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ পালন করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ আহত দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।।** রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আশ্রম চৌমুহনী এবং চম্পকনগরের সাধুপাড়ায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কনস্টেবল এবং অপরজন রেগা শ্রমিক।

নাইট কারফিউ চলাকালে আশ্রম চৌমুহনীতে পুলিশ নাকা পয়েন্টে ডিউটি করছিলেন পূর্ব থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। ডিউটিরত অবস্থায় কনস্টেবল নির্মল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শান্তিরবাজারে বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার ৯ মে।।** পঁচাগলা ব্যক্তির মৃতদেহের পরিচয় পেলো পুলিশ। রবিবার বিকেল বেলা নারাইফাং এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পঁচাগলা মৃত দেহ উদ্ধার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। অবশেষে মৃত ব্যক্তির খোঁজ মিললো।

জানাযায় মৃতব্যক্তি বি এস এফ এর ৩১ নং ব্যাটেলিয়ামের জোওয়ান। মৃতব্যক্তির নাম বিবেক রঞ্জন ( ৩৫ )। জানাযায় তিনি পাটনার বাসিন্দা। সুত্রের খবর. বিবেক রঞ্জন ছুটি নিয়ে কোয়াটারে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু উনার অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে রয়েগেলো রহস্য। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় রবিবার বিকেল আনুমানিক ৪ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত নারাইফাং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির পঁচাগলা মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। বনের মধ্যে লাকড়ী ও বাঁশকুরুল সংগ্রহ করতেগিয়ে এই পঁচাগলা মৃতদেহ দেখতেপায় এলাকাবাসী। মৃতদেহ দেখারপর ঘটনাসম্পর্কে শান্তির বাজার থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে আজ শপথ নেবেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা

**গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.)।।** যাবতীয় উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বিধান পরিষদীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অসমের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে চয়ন করা হয়েছে। বৈঠক শুরু হলে প্রথমে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে পরিষদীয় নেতা হিসেবে প্রস্তাব রাখেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এবং হাফলঙের নির্বাচিত বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা। আগামীকাল বেলা দুটোয় শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে শপথ নেবেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা।

দিশপুরে বিধানসভার সভাকক্ষে আজ রবিবার বেলা ১২টায় বিজেপির ৬০ বিধায়কদের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল পরিষদীয় নেতা হিসেবে ৫২ বছর বয়সি হিমন্তবিশ্ব শর্মার নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এবং হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা ওই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এর পর সভায় উপস্থিত সব বিধায়ক করতালি ও হাত তুলে হিমন্তবিশ্বকে নেতা হিসেবে সমর্থন করেন। দলীয় বৈঠকের পর মিত্রজোটের শরিক অসম গণ পরিষদ (অগপ) এবং বড়োল্যান্ডের ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক হয় বিজেপির পরিষদীয় দলের। মিত্রজোটের পরিষদীয় দলও সর্বসম্মতিক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে নেতা হিসেবে সমর্থন জানায়। ওই বৈঠকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএল সন্তোষ, দুই সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং ও দিলীপ শইকিয়া, অসমে দলের প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, নরেন্দ্রসিং তোমর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি প্রমুখ বহু প্রদেশস্তরের নেতা সহ হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ফুলাম গামোছা দিয়ে সংবর্ধনা জানান অগপ সভাপতি অতুল বরা, কার্যনির্বাহী সভাপতি কেশব মহন্ত, ইউপিপিএল সভাপতি প্রমোদ বড়ো সহ বহু জন।

প্রসঙ্গত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপি তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর নির্বাচনি কৌশল রচনাকারী হিসেবে ইতিমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটির জালুকবাড়ি বিধানসভা আসনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আজ রাজভবনে শপথ নেবেন তৃতীয় তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীরা, তালিকায় একাধিক নতুন মুখ

**কলকাতা, ৯ মে (হি.স.)।।** আগামীকাল রাজভবনে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ। সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে রাজ্যের নতুন সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নেবেন। গতবারের পূর্ণমন্ত্রীরা মোটামুটি একই থাকছেন। তবে একাধিক নতুন মুখ রয়েছে এবারের মন্ত্রীদের তালিকায়। মোট ৪৩ জন মন্ত্রীর তালিকায় পূর্ণমন্ত্রী ২৪ জন। বাকি ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ১০ জন পাচ্ছেন স্বাধীন দফতর।

তালিকায় রয়েছেন পার্থ চ্যাটার্জি, সুব্রত মুখার্জি, শোভনদেব চ্যাটার্জির মতো বর্ষীয়ান নেতারা। রয়েছেন সাধন পান্ডে, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচা, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সুজিত বসু। মন্ত্রী হিসেবে ফের শপথ নেবেন সৌমেন মহাপাত্র, মলয় ঘটক, ইন্দ্রনীল সেন, স্বপন দেবনাথ, অরূপ রায়, চন্দ্রনাথ সিনহা, ব্রাত্য বসু, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, শশী পাঁজা, গুলাম রব্বানি। উল্লেখযোগ্যভাবে নাম রয়েছে অমিত মিত্র। যদিও তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবার ভোটে লড়েননি। অন্যদিকে, জয় পেলেও তালিকায় নাম নেই রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রের। বাদ পড়েছেন গত মন্ত্রিসভার দুই সদস্য তাপস রায় ও নির্মল মাঝিও।

রয়েছে অনেক নতুন মুখও। এই প্রথমবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করমছড়ায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ ভাসুরের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৯ মে।।** ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল ভাসুর। সাতসকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু থানাধীন পশ্চিম করমছড়ায়। মৃত গৃহবধূর নাম শিউলি দেবনাথ। বয়স আনুমানিক চব্বিশ। স্বামীর নাম প্রনজিৎ দেবনাথ। অভিযুক্ত ভাসুরের নাম যতিশ দেবনাথ (৪৫)।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত যতিশ দেবনাথ হত্যাকান্ডের পর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। এলাকার লোকজন অভিযুক্ত যতিশ দেবনাথেরে কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। তবে কেন এই হত্যাকান্ড এই ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। পুলিশও স্পষ্ট হতে পারছে না।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় , আজ ভোরে নিজ ক্ষেত থেকে সবজি তুলতে যায় প্রনজিৎ ও তার স্ত্রী শিউলি। সেখান থেকে সবজি নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রনজিৎ সোজা মনু বাজার চলে যায়। অভিযোগ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফেরার পথে আনুমানিক ভোর ৫.৩০ নাগাদ ভাসুর যতিশ ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে গৃহবধূকে হত্যা করে। গলায় বেশ কয়েকটি কোপ দেয় যতিশ। পরে মৃতদেহ টেনে হিছড়ে মাছলি ছড়ায় ফেলে দেয়।

উন্মাদ ভাসুর বাড়িতে ফিরে অন্য এক ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে তাড়া করে ধারালো দা নিয়ে কুপিয়ে হত্যার জন্য। ওই গৃহবধূ দৌড়ে পালিয়ে নিজ ঘরের দরজা লাগিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। পরে সেই হত্যাকারী যতিশ নিজ থেকেই মনু থানায় আত্মসমর্পণ করে। হত্যার কারণ এখনও নিয়ে ধোয়াশা। পারিবারিক কলহের কোন কাবণ ছিল না বলে জানা গিয়েছে। তবে, বছর পাঁচেক আগে অভিযুক্ত যতিশ তার স্ত্রীকেও মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে সে একাই থাকো। কি কারণে এই হত্যাকান্ড অভিযুক্তকে জিজ্ঞেসাবাদ করে তদন্ত চালাচ্ছে মনু থানার পুলিশ।

# রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ আইনমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।।** রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও মানুষের কাছে পৌছে দিতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আজ মোহনপুর মহকুমা জডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত ভবনের শিলান্যাস করে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি আকিল কুরেশি। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের নতুন মহকুমাগুলিতে মানুষের ন্যায় বিচারের সুবিধার্থে আদালত স্থাপন করা হচ্ছে। মোহনপুরে মহকুমা আদালত স্থাপনের জন্য সরকার জমির ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়াও জিরানীয়া ও কুমারঘাট মহকুমায় মহকুমা আদালত স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যে একটি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছে। আইনজীবিদের কল্যাণে গঠন করা হয়েছে এডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড। আইনমন্ত্রী বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ কোভিড সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি আকিল কুরেশি মোহনপুরে আদালত স্থাপনের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি আশা প্রকাশ করেন খুব শীঘই আদালত নির্মাণের কাজ শুরু হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি রবীন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র, বিচার পতি অরিন্দম লোধ, বিচারপতি এ চ-াপাধ্যায়, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক, আইন সচিব ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু উদয়পুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ মে।।** আজ সন্ধ্যায় উদয়পুর অমরসাগর পাড়ে অবস্থিত ফিসারী অফিসে এক মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। সন্ধ্যা প্রায় পৌণে ছয়টায় দীপঙ্কর দেবনাথ (৩৪) বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ হারান। প্রতিদিনের মতো আজও সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় ওনার জামতলা স্থিত প্লাস্টিক সামগ্রীর দোকান বন্ধ করে নৈশ কারফিউ বলবৎ থাকায় অমরসাগর পশ্চিম পাড়স্থিত নিজ বাসভবনে চলে আসেন। হরি দেবনাথের ছেলে দীপঙ্কর খেলাপ্রেমি হওয়ায় বাড়ির নিকটবর্তী ফিসারী অফিসে একটু খেলতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২০৫ ▫ ১০ মে ২০২১ ইং ▫ ২৬ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## ভয়াল সংকট

দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সময় উপযোগী জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত রহিয়াছে জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাইতে ,সকলের জন্য অন্নবস্ত্র-বাসস্থান-পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবে রাষ্ট্র। প্রাথমিক শিক্ষার আলো পৌঁছিয়া যাইবে দেশের প্রতিটি কোণে ঘরে ঘরে। সংবিধানই মৌলিক অধিকারের কথা বলিয়াছে। কিন্তু এইসব না অধিকার না পাইয়া ধীরে লয়ে কত শত জীবন গিয়াছে চলিয়া তাহার হিসাব কে রাখে?স্বাধীনতার সাত দশক পরে এখনও এই ন্যূনতম চাহিদাগুলোই ফাঁপা প্রতিশ্রুতি হইয়া সরকারের ‘অগ্রাধিকারের’ তালিকায় থাকিয়া যাইতেছে ! করোনার কোনও ইতিহাস নাই। ঝড়ের গতিতে আশিয়া সব তছনছ করিয়া দিতেছে। মৃত্যু এখানে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড ধরিয়া আসিতেছে। রোগের সংক্রমণ ছড়াইতেছে আলোর গতিতে। এখন আর রোটি-কাপড়া-মকান নয়, এই অসমযুদ্ধে বাঁচিয়া প্রতিবাদ ন্যূনতম চাহিদা হইয়া দেখা দিয়াছে টিকা-অক্সিজেন-ওষুধ। কোভিডের প্রবল গতির ঝড় সামলাইয়া দেশের সরকারের কাছে বাঁচিবার রসদ জোগাইবার আর্জি জানাইয়া চলিতেছে বিভিন্ন রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার দেশব্যাপী গণ টিকাকরণের আর্জি জানাইয়াছে। দেশের এই বিজেপি সরকার তো সব ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত করিতে চায়। এক দেশ এক রেশন কার্ড চালু করিতেও তারা বদ্ধপরিকর। তাহা হইলে কেন জরুরি পরিস্থিতিতে অভিন্ন টিকানীতি থাকিবে না? প্রশ্ন সেখানেই। বিনামূল্যে সব ভারতবাসীর জন্য টিকাকরণ নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব তো কেন্দ্রেরই। কিন্তু সেই দায়িত্ব তাহারা যথাযথভাবে পালন না করায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈষম্যের অভিযোগও উঠিয়াছে। করোনা সঙ্কটে মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে অবশ্য দেশের বিভিন্ন আদালত একের পর এক নির্দেশ দিতেছে কেন্দ্রকে। অক্সিজেন ইস্যুতে এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে হারিয়া গেছে মোদি সরকার।

এবারও আগাম প্রস্তুতি না থাকায় কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত দিল্লি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। অথচ জাতীয় বিপর্যয়ের সময়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ডালিয়া সাজাইবার দায় কেন্দ্রেরই। সে দায়িত্ব তাহারা পালন করেনি। তাই আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড নাই। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার মতো অক্সিজেন নাই। সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নাই। সংক্রমণ ঠেকাইতে প্রতিষেধক টিকাও অপ্রতুল। এমনকী মৃত্যুর পর শ্মশানে দাহ করিবার জায়গাও বাড়ন্ত। করোনার আতঙ্কে গোটা দেশ আতঙ্কগ্রস্থ। আর্তনাদ আর নেই নেই হাহাকার দেওয়ালে ধাক্কা খাই আফরিয়া আসিতেছে। তবু নির্বিকার কেন্দ্রীয় সরকার! দেশের এমন ভয়াবহ দুর্যোগেও তাহাদের অগ্রাধিকার দিল্লিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেন্ট্রাল ভিস্তা, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন নির্মাণের কাজ সময়ে শেষ করা। এই হইল ‘জনকল্যাণকামী’ সরকারের কাজের নমুনা!

এসব দেখেশুনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে মোদি-শাহদের কাছে জীবনের মূল্য কতটা? একজন আক্রান্ত স্রেফ অক্সিজেন না পাইয়া মারা যাইবেন? একজন অসুস্থ মানুষ ওষুধ না পাইয়া , হাসপাতালে বেড না পাইয়া জীবনে দাঁড়ি পরিয়া যাইবে? প্রধানমন্ত্রী দেশমাতার কথা বলেন, নিজেকে দেশমাতার সন্তান বলে গর্বের ঘোষণা করেন, কিন্তু যাঁহারা আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা পাইতেছেন না, যাঁহারা মৃত্যু পথযাত্রীতাঁহারাও তো এই দেশমায়েরই সন্তান। দেশের আমজনতা ভাগ্যহীন। মৃত্যুর হাতছানি শিয়রে কড়া নাড়িতেছে অহরহ। এই দুর্বিসহ অবস্থা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।অন্যথায় দেশে যেভাবে করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে তাহাতে মানুষের প্রাণ বাঁচানো কষ্টকর হইয়া উঠিবে। বিষয়টি বিবেচনার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে আনিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে দেশে মহামারীর হাতছানি আর বেশি দিন দূরে নয়। বাঁচিয়া থাকার অধিকার যেহেতু সংবিধান স্বীকৃত সেহেতু সরকারকে মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

## উৎসবহীন শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন, ৯ মে (হি.স.) : আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মজয়ন্তী। তবে দেশে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা সংক্রমণ। যার জেরে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ। তাই কোথাও কোনও বড়ো অনুষ্ঠান হচ্ছে না। এই একই চিত্র ধরা পড়ল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনও। সকাল থেকেই ধু ধু করছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। ২৫ বৈশাখ মানেই তো আরও এক উৎসব। বাংলা তারিখ মনে রাখার আরও একটা দিন। তবে করোনার কালো মেঘে এবার সেই উৎসবের রেশে রাশ টেনেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কর্মভূমি শান্তিনিকেতনে এবার কবির জন্ম উৎসব উদযাপিত হচ্ছে না। যদিও গতবছর করোনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বন্ধ থাকলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এবছর করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে সবরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই বাতিল। স্বাভাবিক অবস্থায় অনান্যবার ২৫ বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে, উপাসনা গৃহে বিশেষ উপাসনা, রবীন্দ্রভবনে গুরুদেবের বিভিন্ন বিষয়ে চিত্র প্রদর্শনী, বিভিন্ন বই প্রকাশ ও নানা রবীন্দ্র সৃষ্টি দিয়ে স্মরণ করা হয় তাঁকে। রবীন্দ্রভবন হোক অথবা পুরনো ঘণ্টাতলা রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র কবিতায় সরগরম হয়ে ওঠে। আর উৎসব সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য।তবে করোনা কালে সব বন্ধ।

করোনার কারণে গতবছর মার্চ মাস থেকে বন্ধ বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস। অনলাইনে পঠন-পাঠন হলেও দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রী শূন্য হয়ে রয়েছে। গতবছর স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে উদযাপিত রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী হলেও এবছর আর সে সবের বালাই নাই। আগেই এবছর ১৭ এপ্রিল থেকে ৯ মে, রবিবার পর্যন্ত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবন, সদন, সেন্টার, অফিস বন্ধ করা হয়েছে করোনা সংক্রমণের জন্য।

বিশ্বভারতীর এক আধিকারিক জানান, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বভারতীর অনেক কর্মী, অধ্যাপক করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, এমতাবস্থায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে এদিন সকালে, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুধুমাত্র বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাসনা গৃহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান, আর উত্তরায়ণে উদয়ন বাড়ির কবিকক্ষকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। তার বাইরে আর কোনও অনুষ্ঠানই এবার করা হচ্ছে না শান্তিনিকেতনে।

## আগামী ৪৮ ঘণ্টা নিমতলা শ্মশানে করোনা আক্রান্ত ছাড়া ব্যক্তির সংকার

কলকাতা,৯ মে ( হি স): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরের। যত সময় বাড়ছে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ হাজার ছাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৪৮ ঘণ্টা নিমতলা শ্মশানে করোনা আক্রান্ত ছাড়া কোনও ব্যক্তির সংকার হবে না রবিবার এমনটাই সিদ্ধান্ত হয় প্রশাসনের তরফে।

করোনার বাড়বাড়ন্ত চোখে পরার মত। এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত শ্মশানে গুলোতে বাড়ছে মৃতদেহের চাপ। এই চাপ সামলাতে নয়া সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। জানা গিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা করোনা আক্রান্ত ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির সংকার হবে না নিমতলা শ্মশানে। আপাতত বন্ধ থাকবে সাধারণের সংকার। যদিও পরে মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে ফের শুরু হবে সমস্ত মৃতদেহের সংকার।

# অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো...

**শান্তনু রায়**

বিশ্বের দিকে দিকে আজ শুধু কান্নার রোল দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চলছে মৃত্যুদানবের সঙ্গে এই এক মারণ ব্যাধি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে যেন আজ সাময়িকভাবে হলেও একতাবদ্ধ করেছে এ লড়াইয়ে---ভালোবাসায় না হোক মৃত্যুভয়ে এ দেশ, এ রাজ্য, এ আমার প্রিয় শহর কেউ আজ মুক্ত নয় এর করাল থাবা থেকে। বিশ্বসাথে যোগ যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো—যে সে এমনভাবে সত্য হবে কে জানত। এর মাঝেই আবার এল পঁচিশে বৈশাখ। বাঙালির প্রিয় আর একটি দিন এদিন বিশ্বের কাছে বাঙালির সগর্ব আত্মপরিচয় নতুন করে উদ্বোধিত হওয়ার দিন---সুতীব্র আবেগ ভেসে যাওয়ার দিন তবে এখন উৎসব উদযাপন সমারোহের সময় নয়। কিন্তু তাই বলে কি সর্বজনের প্রাণের ঠাকুরের স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আর স্মৃতিতর্পণে ছেদ পড়তে পারে? এ বিপন্ন সময়ে তিনিই তো ভরা—শক্তিদাতা,, সব মনের সথ আবার পথদ্রষ্টা ইতিমধ্যে বাঙালির আর এক পার্বণ বাংলা নববর্ষ কখন যেন এসে চলেও গেছে ‘নিশব্দ চরণ’ নববৈশাখের আবাহনের মত এবারের রবীন্দ্রজনয়ন্তীতেও হয়ত হবে ভার্চুয়াল উদযাপন শোনা যাচ্ছে সে উদ্দেশেই লকডাউনের এই অবসরেই চলেছ ভাচুর্য়াল রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি বাধ্যতামূলক এই অবকাশ যাপন হয়ে উঠছে শিল্পষ্টির অবসর যত দুঃসময়ই হোক শিল্পীর সৃজন তো থেমে থাকতে পারে না বরং প্রতিকুলতা দুঃখ যাতনাই হয়ে ওঠে হয়ত এক অমর শিল্প সৃষ্টির প্রণোদনা মারণব্যাধি করোনার এই আকস্মিক আক্রমণে এস্ত ও পৃথিবীর সভ্যতা। কিন্তু এই কালবেলার উপাখ্যান যেমন স্থান করে নেবে আগামী দিনের মরণী সৃজনে তেমনই এই অবরুদ্ধ জীবনই দিতে পারে সৃষ্টির অখণ্ড অবসর রুদ্ধ আবেগ বলতে না পারা কথা এই ক্ষণের সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্যোতনা প্রকাশের স্বাভাবিক নির্গমন। সময়ের দাবিতে সঙ্গরোজনিত একাকীত্বের আর্তিও পৌঁছে যেতে পারে একাধিকে পরশ করতে পারে বিবিধ মননকে এসময়ের সৃষ্টির মাধ্যমে।

পঁচিশে বৈশাখ তারিখটিকে চিরস্মরণীয় করেছে যে মহাপ্রাণের আবির্ভাব তাঁরও জীবন ছিল না নিস্তরঙ্গ অন্তরের গভীরে বিরাজ করত এক বাউলসত্তা মৃত্যুশোক তো তাঁর জীবনেও এসেছে বারবার—করছে বেদনাবিধুর তেরো বছর বয়সে মাতৃতিয়োগে যার শুরু । বাইশ বছরের সে তরুণের বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝে খবর এসেসছিল বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর। বিয়ে হয়েছিল, অনুষ্ঠান সমারোহ আর হয়নি।

মহামারীর সাথে পরিচয় হয়েছিল আগেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত পালের রবিজীবনী থেকে জানা যায় ১৮৭২-এ কলকাতায় ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করায় ঠাকুবাড়ির অনেকে কলকাতা ছেড়ে পানিহাটি বাগানবাড়িতে, অনেকে রিষড়ার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশশ পেনেটিতে (বর্তমান পানিহাটি) ছাতুবাবুর বাগানে আশ্রয় লইল আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

১২৯৮-এর পৌষে ‘রোগশত্রু ও দেহরক্ষক নৈস্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ একথা আজকালকার দিনে নূতন নহে সকলেই জানেন গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায় এই জীবাণুই তাহার কারণ এই জীবাণুবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনও লেখক বলেন একবর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্টিরিয়া নামক জীবাণু লন্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।....

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে



তখন ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্ররাভৃত করে । যাহা হউক বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্যা উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাবস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজেরও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বের সময়কালে এ দেশে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর আর প্লেগের মহামারীতে কত শত লোকের মৃত্যু ঘটত প্রতি বছর মহামারীর আঘাত ঠাকুরবাড়িতেও পড়েছিল তেরো পূর্ণ হওয়ার আগেই মারণব্যাধি যা ছিনিয়ে নেয় মেজমেয়ে রেণুকাকে (রানি)। সেটা ১৯০৩ সালের কথা।

১৮৯৮-এ কলকাতায় প্লেগের এমন প্রাদুর্ভাব হয় যে প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই কলকা থেকে পালাতে থাকেন মহামারী প্রাদুর্ভাবের সংবাদে বিশেষভাবে বিচলিত বিবেকানন্দ নিজেকে সঁপে দিলেন সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবারই প্রথম ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করে এগিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতা। ঘুরে ঘুরে মুমূর্ষে রোগীর সেবা করেছেন রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেছিলেন প্লেগের জন্য হাসপাতাল তৈরি হল সঙ্গে ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু প্লেগের থাবা থেকে রেহাই পেল না ঠাকুরবাড়িও, কেড়ে নিল অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যাকে। আবর ১৯০৭-এ কলকাতায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার কবির সবচেয়ে আদারের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের ছেলে সরোজচন্দ্রে সঙ্গে মুঙ্গের তার মামাবাড়িতে। কিন্তু বিধি বাম সেখানে কলেরাই মৃত্যু হয় এগারো বছরের শমীন্দ্রের। এই মৃত্যু কবিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল

আবার দাম্পত্যঅসুখী বড় মেয়ে মাধুরীলতার (বেলা) মৃত্যু হয় বাইশ বছর বয়সে এই কলকাতায় সেই যক্ষ্মা ব্যাধিতেই। পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বড় জামাতার সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকায় প্রায়ই দুপুরে গোপন অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়া কবি একদিন মাঝপথেই মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও মেয়ের মুখদর্শন না করে ফিরে গেলেন জোড়াসাঁকোতে নিজের গভীর যন্ত্রণা নিজের বুকেই চাপা দিয়ে। সে দিনটি ছিল নিজের আটান্নতম জন্মদিনের এক সপ্তাহের মাথায় ১৯১৮ সালে এরপরেও আবার শোকাঘাত জার্মানিতে পড়তে যাওয়া দৌহিত্র নীতেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে । মানকিভাবে বিধ্বসস্ত তখন তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন; কিছুকাল আমি আছি মৃত্যু ছায়ায় ডুবে।

এভাবে একে একে স্ত্রী-পুত্র ও কন্যা প্রিয়জনদের অকালে হারিয়ে নিঃস্ব রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন বলতে রইল বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও ছোট মেয়ে মীরা ওরফে অতসী।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান ছিলেন নিয়মিত নিমপাতার রস খেতে ঠাকুরবাড়িতেও নিয়মিত নিমপাতা র খেতেন। ঠাকুরবাড়িতেও নিয়মিত নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

একবার বোলপুর এবং শান্তিনিকেতনের আশেপাশে ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপক প্রকোপ হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমের সকলের কবিরাজি প্রতিষেধকের ওপর নির্ভর করে সফল হয়েছিল এমন আভাস পাওয়া যায় বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর লেখা এক পত্রে ১৮৯৯-এর ১ জানুয়ারি লেখা সে পত্রে আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জা কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন .... ‘কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি আমার বিশ্বাস তার কারণ আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আসছি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়িতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে মৃত্যুশয্যা থেকে এসেছে। ভয় ছিল তারা এখানে এ রোগ ছড়াবে—কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক অথচ হাসপাতাল প্রায় শূন্যই পড়ে আছে এমন কখনও হয় না তাই মনে ভাবছি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণেই হয়েছে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-কন্যা সসীতা দেবী মৃতিকথায় লিখেছেন ,সেবার তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একটি ভেষজ প্রতিষেধক তৈরি করলেন সেই প্রতিষেধকের নাম ‘পঞ্চতিক্ত পাঁচন’। তেউরি নিম গুলঞ্চ, নিশিন্দা এবং থানকুনি পাতা বেটে একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হত এই পাঁচন। কবি এই পাঁচন প্রস্তুত করে শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক আশ্রমবীকে নিয়ম করে খাওয়াতেন এবং সে সময়ে ইফ্লুয়েঞ্জার মত মহামারী আটকে ছিলেন।

সারা জীবন হাজার শোকের মাঝেও তিনি কিন্তু কদাচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে ছুটি নেননি। একই সঙ্গে শিলাইদহের জমিদারি সামলে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কাজ করেছেন নিরলসভাবে আজকের বাঙালি নিশ্চয়ই আরও একবার স্মরণ করতে পারে সে অধ্যায় আবার কালজয়ী সৃষ্টির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে অমর হয়ে অছেন তিনি দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে তার সৃজনের আবেদন সার্বজনীন ‘সং অফারিংস’-এর নোবেলপ্রাপ্তির পরবর্তীকালে গীতাঞ্জলির অন্তর্ভূত কবিতাগুচ্ছ প্রতীচ্যের শিক্ষিত পরসিরে ও সাংস্কৃতিক মহলে ক্রমে পরিচিতি লাভ করে এবং প্রাচ্যের এ কবির সৃজন সমাদর আদায় করেনেয় জনপরিসরের। তাঁর কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকেরও মানসিক শুশ্রূষা যোগায় উল্লেখ্য গীতাঞ্জলির ১৪২ নম্বর কবিতার ইংরেজি তর্জমা পাওয়া গিয়েছিল রণামগণে আহত ইংরেজ কবি-সৈনিক আলফ্রেড আওয়েনের সঙ্গের পকেটবুকে ,যে কবিতার দুটি পঙ্ক্তি তিনি শেষবারের মত যুদ্ধযাত্রার আগে বিদায় নেবার কালে শুনিয়ে গিয়েছিলেন মাকে।

প্রসঙ্গত যদিও গীতাঞ্জলির জন্যই নোবেল প্রাপ্তি কিন্তু এই গীতাঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত অনেক কবিতাই প্রকাশের পর কটাক্ষ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে যা তাঁকে ব্যথিত করেছিলে স্বাভাবিকভাবেই।এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মনোভাব ধরা পড়েছে ১৩২১-এ উপেন্দ্রনাথ করকে এক পত্রে বস্তুত এই গানগুলির মধ্যে আমার জীবনের বিকা ব্যক্ত হইতেছে সেই বিকাহের মধ্যে যে পরিমাণ অসম্পূর্ণতা আছে নিঃসন্দেহেই এই গানগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ থাকিয়া যাইতেছে যাঁহারা জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহাদেরকাছে এই অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িবে বইকি—তাহা লইয়া আমি ক্ষোভ করিতে চাই না বিশেষত এই সকল গান লইয়া আমি লোকের প্রশংসা লাভ করিতে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছুকে নহি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে—এটুকু বলিতে পারি সেই লোকমুখেরপ প্রশংসা দ্বারা আমি মূল্য শোধ করিতে চাই না—এই গানগুলি আমারই জীবনের পাথেয়—এগুলি আর কেহই যদি গরহণ না করেন তথাপি আমার ইহা কাজে লাগিতেছে সেই আমার লাভ।

তাঁর রচিত দুটি রাজনৈতিক উপন্যাস ‘ঘরে বাইরে’ এর ‘চার অধ্যায়’ ও আলোড়ন বিতর্ক ও উত্তেজনার জন্ম দেয় বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরে। ঘরে বাইরে ‘সবুজপত্রে’ ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ই বাংলার পাঠকাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিরূপতার সৃষ্টি হয় সেকারণে সবুজপত্রেই এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি কৈফিয়ত প্রকাশ করতে হয় ওই দীর্ঘ কৈফিয়ত যে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তা বলাই বাহুল্য। উত্তজনা স্তিমিত না হওয়ায় প্রবাসী পত্রিকার ১৩২৬-এর চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্য বিচার’ নামে আবার একটি কৈফিয়ত লিখলেন।

তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্ররাভৃত করে । যাহা হউক বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্যা উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাবস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজেরও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

এর প্রায় ১৫ বছর পরে এই প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ আবার উত্থাপন করেন হেমন্তবালা দেবীকে এখ পত্রে এভাবে ঘরে বাইরে উপন্যাসে সঞ্জীব (সন্দীপ) বলে একটা মানু খাড়া করেছিলুম তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা।.... আমার বাঙালি জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি ,আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দে আমার জন্ম না হয়—এই পূণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে লীলা করতে থাকুন---আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্ম্মসম্মত। অনুরূপে চার অধ্যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন বিশেষত বাংলার বিপ্লবী সমাজের যা প্রকাশ পেয়েছে তৎকালীন রাজবন্দীদের অন্যতম সরোজ আচার্যের একটি লেখায়। উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত ‘আভাস’ অংশটি দ্বিতীয় সংস্কারণে বর্জন করা ছাড়াও এব্যাপারে ১৩৪২-এর বৈশাখ সংখ্যার প্রবীতে রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত’ শীর্ষক ব্যাখ্যাও সন্তুষ্ট করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট সকলকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩৪২-এর ২৮ বৈশাখ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘কবিগুরুর কৈফত’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় সমালোচনা এসেছিল সৌম্য ঠাকুর ও সুভো ঠাকুরের কাছ থেকেও।

তবে এ প্রসঙ্গে কেমব্রিজ থেকে কবি অমিত চক্রবর্তী কবিকে লিখেছিলেন, দেশ থেকে () পেয়েছি অজ্ঞাত লোকের কাছ থেকে ‘চার অধ্যায়’ সম্বন্ধে মূঢ়তা হীনতার চরম পরিচয় তাতে আছে... আপনি জন্মেছিলেন আমাদের মূর্খতা মূঢ়তার মধ্যে —আপনাকে আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করলাম ধুলো দিয়ে ঢাকতে, কিন্তু সে ধুলো আমাদেরই। কোথাও তার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

একবার শান্তিনিকেতনে দেখা করতে আসা সাহিত্যিক তারাশঙ্করকেও কথায় কথায় আক্ষেপে বলেছিলেন ভগবানকে বলি পুনর্জন্ম যদি হয় তবে এদেশে যেন না জন্মাই।

পরিশেষে উল্লেখ্য, প্রায় একশ বাইশ বছর আগে কলকাতায় প্লেগের মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতী পত্রিকার প্লেগ -রেগুলেনের কড়াকড়ি সম্বমেধ এক প্রবন্ধ লেখেন যা রবীন্দ্র রচনাবলীর এয়োদ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রসঙ্গ কথা শিরোনামে। যার বিষয়বস্তুর নির্যাস প্রেক্ষিত কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও আজকের বিপন্ন সময়েও প্রাসঙ্গিক হওয়ায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে---‘তথাপি নীতিতত্ত্ববিৎ মাত্রেই বলিয়া থাকেন পরের অপেক্ষা নিজেকে কঠিন বিচারাধীনে আনিলে নিজের পক্ষেই মঙ্গল।.... নিজেরদিকে সকলে কানা এইজন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ সেই দিকেই প্রবল হইয়া ওঠে....। যাহা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের কর্তব্য তাহার প্রতি আমরা উদাসীন এবং গবর্মেন্টের কর্তব্যের প্রতি আমাদের শত চক্ষু এবং সমস্র জিহ্বা তাঁর এবিধ বক্তব্য থেকে সহজবোধ্য যে তিনি সমকালীন পরিস্থিতির মূল্যায়নে দুটি পরস্পর বিপ্রতীপ যুযুধ্যমান শক্তির মধ্যে কোন একদিকে না ঝুঁকে নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তই উচ্চারণ করেছেন সুস্পষ্টভাবে দৃঢ় প্রত্যয়ে। তাই তিনি অনন্য স্বতন্ত্র এক দেব প্রতিকম উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত, সসহজলভ্য জনপ্রিয়তা ও প্রশংসার মায়াজাল থেকে যোজন দূরত্ব নিরাসক্ত অবস্থানে।

তিনিই আজও আমাদের সর্ববিপদে বাতিঘর-আত্মার আত্মীয়, নির্নিমেষ আঁধারেও বুক বেঁধে দাঁড়ানোর অনিঃশেষ প্রত্যয়। অতিমারীর এ মহারণে সেই মহাপ্রাণের বাণীতে আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা হোক--- বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন কবি ভয় আর সবখানে পাতা তাঁর পায়ের পাতায়’ থাকুক অগণিত প্রণাম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সদভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি ঃ নিজস্ব

# দিল্লিতে আরও এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৯ মে ( হি. স) : করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমনকে ঠেকাতে রাজধানী দিল্লিতে আরও এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার তিনি লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা জানিয়ে বলেন, আগামী ১৭ মে পর্যন্ত এই লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল। এর পাশাপাশি আগামীকাল সোমবার থেকে দিল্লি মেট্রোরেলের পরিষেবাও বন্ধ থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত ২০ এপ্রিল থেকে রাজধানী দিল্লিতে লকডাউন পর্ব শুরু হয়েছে। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণে বিধ্বস্ত রাজধানী দিল্লি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল জানান, গত ২-৩ দিন ধরে দিল্লিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হার ৩৫ শতাংশ থেকে নেমে ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লি স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় নতুনভাবে ১৭,৩৬৪ জন নতুনভাবে সংক্রমিত হয়েছেন, যার মধ্যে ৩৩২ জন মারা গিয়েছেন।

## করোনা আবহে বরানগর থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত কপালে চিন্তার ভাঁজ পরেছে আমজনতার। এরই মাঝে শনিবার গভীর রাতে করোনা আবহে বরানগর থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। যা ঘিরে সোমবার উতপ্ত পরিস্থিতি।

সবেমাত্র মিটেছে ভোট আবহ। একুশের বিধানসভা ভোটের ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তারই মাঝে শনিবার গভীর রাতে বরানগর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার এক দুস্কৃতি। জানা গিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর বিদ্যায়তন সরণীতে।

অভিযোগ, গত রাতে ওই দুষ্কৃতী খুব জোরে বাইক চালিয়ে এসে বিদ্যায়তন সরণির রাস্তার ওপর বাইক নিয়ে পড়ে যায়। এলাকার মানুষজন তাকে ধরে তুলতে গেলে সেই সময় তার পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি বেরিয়ে আসে। এরপরেই বরানগর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। ঘটনায় রবিবার উতপ্ত এলাকা।

## গীতাঞ্জলি পার্কে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফুল দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : করোনা আবহের মাঝেই পালিত হয় ভোট আবহ। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ভোটের ফল। ফের সরকারে রয়েছে তৃণমূল। এরই মাঝে আজ রবিবার রবীন্দ্রজয়ন্তী। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে সখেরবাজার গীতাঞ্জলি পার্কে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফুল দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

গত কয়েকদিন ধরেই করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না শহরের। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্য জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ হাজার ছাড়িয়েছে। এরই মাঝে আজ রবিবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০ তম জন্মবার্ষিকী। এরই মাঝে এদিন সখেরবাজার গীতাঞ্জলি পার্কে ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফুল দিয়ে সম্মান জানান বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

## বিন্নাগুড়ি চা বাগানে খাঁচাবন্দী পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতা

বিন্নাগুড়ি, ৯ মে (হি.স.) : বিন্নাগুড়ি চা বাগানে খাঁচাবন্দী হল পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। রবিবার সকালে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিন্নাগুড়ি চা বাগানে বনদফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে ওই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। খবর পেয়ে এলাকায় এসে খাঁচা সহ বাঘটি চা বাগান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বনদফতরের কর্মীরা।

বনদফতর ও চা বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানের ৩/৪ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি জায়গায় বাঘ ধরার খাঁচা পাতা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন থেকেই বাগানের মধ্যে চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করছিলেন বাগানের শ্রমিকরা। যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল বাগানে। প্রায় ১৫ দিন পরে চিতাবাঘটি ছাগলের লোভে খাঁচায় আটক হয়। চিতাটিকে উদ্ধারের পর এখন অনেকটাই আতঙ্ক মুক্ত বাগানের শ্রমিকরা।

এদিকে, আজ চিতাবাঘ খাঁচাবন্দী হবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাঘ দেখতে ভিড় জমান চা বাগানের বাসিন্দারা। বাঘকে হাতের কাছে পেয়ে করোনা বিধি না মেনে বাগানের বাসিন্দারা কেউ মোবাইলের ক্যামেরা বন্দি করতে, আবার কেউ খাঁচাবন্দী বাঘের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে খবর পেয়ে এলাকায় এসে খাঁচা সহ বাঘটি চা বাগান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বনদফতরের কর্মীরা।

বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার শুভাশিস রায় বলেন, 'বাগান কতৃপক্ষের আবেদনে বাঘ ধরার খাঁচা পাতা হয় প্রায় ১৫ দিন আগে। চিতাটিকে লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

## করোনা কার্ফুর মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াল উত্তরপ্রদেশ সরকার

লখনউ, ৯ মে ( হি. স) : করোনা সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই আরও এক সপ্তাহ কার্ফুর মেয়াদ বাড়াল উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৭ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যোগীর রাজ্যের সমস্ত অ-জরুরি পরিষেবা। আগামীকাল ১০ মে পর্যন্ত ওই কার্ফু থাকার কথা ছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলগুলিতে সংক্রমণ অনেকটাই বেড়েছে। এরই মধ্যে আগামী ১৪ মে ইদ। উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নবনীত শেহগল জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে কার্ফু তুলে নিলে সংক্রমণ নতুন করে বাড়তে পারে আশঙ্কা করছে সরকার। তাই কার্ফুর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে কার্ফু থাকলেও জরুরি সমস্ত পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন নবনীত।

গত ৩০ এপ্রিল থেকে আংশিক কার্ফু জারি রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। আগামীকাল ১০ মে পর্যন্ত ওই কার্ফু থাকার কথা ছিল। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের দাবি, করোনা কার্ফুর কারণে রাজ্যে সক্রিয় করেনা রোগীর সংখ্যা কমেছে। গত দু'দিনে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও কিছুটা কম বলে জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

## লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াল উত্তরপ্রদেশ সরকার

লখনউ, ৯ মে ( হি. স) : করোনা সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াল উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৭ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যোগীর রাজ্যের সমস্ত অ-জরুরি পরিষেবা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলগুলিতে সংক্রমণ অনেকটাই বেড়েছে। এরই মধ্যে আগামী ১৪ মে ইদ। উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নবনীত শেহগল জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে লকডাউন তুলে নিলে সংক্রমণ নতুন করে বাড়তে পারে আশঙ্কা করছে সরকার। তাই লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে লকডাউন থাকলেও জরুরি সমস্ত পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন নবনীত। গত ৩০ এপ্রিল থেকে আংশিক কার্ফু জারি রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। আগামীকাল ১০ মে পর্যন্ত ওই কার্ফু থাকার কথা ছিল। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের দাবি, করোনা কার্ফুর কারণে রাজ্যে সক্রিয় করেনা রোগীর সংখ্যা কমেছে। গত দু'দিনে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও কিছুটা কম বলে জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

## কোচবিহারে রেললাইন থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ

ঘোকসাডাঙ্গা, ৯ মে (হি.স.) : কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়লেন অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা। রবিবার ঘোকসাডাঙ্গা-গুমানিহাট রেল স্টেশনের মাঝে রেললাইন থেকে রেলে কাটা অবস্থায় ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হল। ওই মহিলার বয়স ৫৫-৬০ হতে পারে বলে অনুমান। রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে কোচবিহারে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঘোকসাডাঙ্গা-গুমানিহাট রেল স্টেশনের মাঝে হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে রেলে কাটা অবস্থায় ওই মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। স্থানীয়রা কেউ ওই মহিলাকে সনাক্ত করতে পারেনি। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

## সোমবার থেকে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে হবে করোনা টেস্ট

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : সোমবার থেকে সাউথ পয়েন্ট স্কুলেও হবে করোনা পরীক্ষা। করোনার আরটিপিসিআর টেস্ট চালু করা হয়েছে। মাত্র ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে করোনা পরীক্ষার জন্য। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলের এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন প্রাক্তনীরাও। এই পুরো ব্যবস্থাপনা দেখভাল করছেন সিআইআই ইয়ং ইন্ডিয়ানস কলকাতা এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন।

জানা গেছে, থাইরোকার ল্যাবের সহযোগিতায় করানো হবে এই করোনা পরীক্ষা।যেদিন করোনা পরীক্ষা করানো হবে ঠিক তার পরের দিনই মিলবে টেস্ট রিপোর্ট। সোমবার অর্থাৎ ১০ মে থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই কর্মসূচি। প্রতিদিন ১২০ টি সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে শুরু হবে নমুনা সংগ্রহ। শেষ করা হবে বিকেল ৩ টের দিকে। দক্ষিণ কলকাতার ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন এর স্কুল ক্যাম্পাসটিতেই আপাতত এই কর্মসূচি চলবে। স্কুল ক্যাম্পাসের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এই করোনা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হবে।

সাউথ পয়েন্ট এডুকেশন সোসাইটির ট্রাস্টি ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণ দামানী বলেন, 'করোনা পরিস্থিতিতে সংকটের সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকাটাই আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। আর যেহেতু আমাদের স্কুলের সমস্ত ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে তাই স্কুলের বিল্ডিং ফাঁকা পড়ে রয়েছে তাই স্কুলের বিল্ডিংয়ের একটি অংশে এই কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হল। আমরা আশাবাদী এরপর আমরা আমাদের স্কুল বিল্ডিং থেকে গণটিকাকরণ কর্মসূচি চালুও করতে পারবো।'

## করুণাময়ীতে দীর্ঘ ১৫ ঘন্টা ধরে পরে বৃদ্ধা মহিলার দেহ

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : করোনা হানা কিছুতেই যেন পিছু ছাড়ছে না কারুর। ক্রমাগত করোনার বাড়বাড়ন্ত- এ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে সকলের। এরই মাঝে খাস কলকাতার করুণাময়ীতে দীর্ঘ ১৫ ঘন্টা ধরে পরে বৃদ্ধা মহিলার দেহ।

যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু এরই মাঝে অভিযোগ খাস কলকাতার করুণাময়ীতে দীর্ঘ ১৫ ঘন্টা ধরে বাড়ির মধ্যেই পরে বৃদ্ধা মহিলার দেহ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ওই মহিলার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। সল্টলেকের করুণাময়ী আবাসনের এফ ৫৪/৭ এ ঘটেছে এই ঘটনা। জানা গিয়েছে মৃতার নাম গীতা কুমার। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগে দীর্ঘ ১৫ ঘন্টা ধরে বাড়িতেই পরে রয়েছে বৃদ্ধা মহিলার দেহ।

# করোনাভাইরাসমুক্ত হলেন বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৯ মে ( হি. স) : করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার প্রায় চার সপ্তাহ পর বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। রবিবার বিএনপি চেয়ারপার্সনের মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডা. মহম্মদ আল মামুন জানান, খালেদা জিয়ার কোভিড পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ' এসেছে। তিনি বলেন, "ম্যাডামের তৃতীয় দফা টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা টেস্টের রেজাল্ট পজেটিভ ছিল।"গত ১১ এপ্রিল গুলশানে করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হন খালেদা জিয়া। সেখানে অধ্যাপক এফএম সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছিল। এরপর ২৫ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার টেস্টের ফলাফল পজেটিভ আসে। সর্বশেষ দফায় শনিবার রাতে পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ' আসে।

তবে গত ২৭ এপ্রিল খালেদা জিয়াকে পরীক্ষার জন্য বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালের 'নন কোভিড' ইউনিটে ভর্তি করা হয়। গত ৩ মে তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে নেওয়া হয়। হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিসক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করে তার চিকিৎসা চলছে। কোভিড পরবর্তী নানা জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ায় তাকে সিসিইউতে রাখা হয়েছে। মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, কোভিড চিকিৎসার আন্তর্জাতিক নির্দেশাবলীতে শনাক্ত হওয়ার দুই সপ্তাহ পরে রোগীর শরীরে যদি কোনো উপগর্গ না থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে ওই ব্যক্তির মাধ্যমে কেউ করোনা সংক্রমিত হবে না।

## বিধানসভায় আড়ম্বরহীন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না দেশবাসী তথা রাজ্যবাসীর। করোনা আবহের মাঝেই ক্যালেন্ডার বলছে আজ ২৫ শে বৈশাখ। এদিন কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী। করোনা কাঁটায় বিধানসভায় আড়ম্বরহীন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন। গত বছর থেকে শহরজুড়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যেই করোনার বাড়বাড়ন্ত- এ নাজেহাল সকলে। কিন্তু প্রতিবছরই ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী। এই বছর ২৫ শে বৈশাখ পালন হচ্ছে তবে নেই আড়ম্বর। নেই জাক জমক। বিধানসভায়ও পালন হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। তবে, করোনা আবহে আড়ম্বরহীন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন বিধানসভায়।

# করোনা বিধি মেনেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ৯ মে (হি.স.) : আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মজয়ন্তী। তবে দেশে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা সংক্রমণ। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ। তাই কোনও বড়ো অনুষ্ঠান হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে এবছর অন্যভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হল। ঘরোয়া অনুষ্ঠান গুলোতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই করা হচ্ছে। তবে এবছর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের প্রবণতা দেখা যায়। এদিন উত্তরবঙ্গের মেটেলি, চালসা, বাতাবাড়ি এলাকায় বড়ো কোনও অনুষ্ঠান না হলেও কিছু ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তবে এবছর বাড়িতে বসেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হল চালসায়।

আজ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে অনাড়ম্বরভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হল। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ পারডুবি উচ্চ বিদ্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা বিধিনিষেধ মেনে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয় দিনটি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী জানান, খুব কম সংখ্যক পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে দিনটি পালন করা হয়েছে। পাশাপাশি, করোনা ঠেকাতে সচেতনতামূলক প্রচারও করা হয়।

পাশাপাশি, এদিন ময়নাগুড়িতেও ঘরেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস পালিত হল। কচিকাচা থেকে বড় সকলকেই দেখা যায় নিজের বাড়ি থেকে ২৫শে বৈশাখ পালন করতে। কেউ বাড়ির বারান্দায়, কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ বাড়ির উঠোনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে নাচ ও গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে।

করোনা আবহে ২৫শে বৈশাখের চিরাচরিত ছবি বালুরঘাট শহরে আজ দেখা গেল না। বালুরঘাট পৌরসভাতে এবং তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের সামনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান করেন আধিকারিকরা। অন্যান্যবার প্রভাতফেরির আয়োজন করে বিভিন্ন সংস্থা এবার তা দেখা যায়নি। পৌরসভা ও তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের সামনে জমায়েত ছিল নগণ্য। হাতেগোনা কয়েকজন আধিকারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

# গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেল হেফাজতে মৃত্যু যুবকের, চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৯ মে (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জেল হেফাজতে যুবকের মৃত্যু। জেল হেফাজতে যুবকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে রায়গঞ্জে। মৃতের পরিবার এই ঘটনায় পুলিশের দিকে আঙুল তুললেও ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থ হয়েই হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। তবে এই মৃত্যুর তদন্তের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়েছে মৃতের পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবকের নাম অজয় বর্মন।আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অজয়কে শনিবার গ্রেফতর করে পুলিশ। এরপর তাকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত থেকে তাকে জেল হেফাজত দেওয়া হলে রাত্রেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। পেশায় ব্যবসায়ী অজয় বর্মন সুদে টাকা খাটাতেন। আর সেই সুত্রেই তার বিরুদ্ধে দিনেশ বর্মন নামে একজনকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আর এই ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার হন যুবক। আদালতে পেশ করার আগে মেডিকেল টেস্ট হয়েছিল অজয় বর্মনের। কিন্তু তারপর হঠাৎই সন্ধ্যে বেলা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরেন তিনি। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কয়েদি রুমে। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় অজয় বাবুর। তবে এই মৃত্যু নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের অত্যাচারেই মৃত্যু হয়েছে অজয় বাবুর। তবে রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থ হয়েই। কোনও রকম অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি। তবে এই মৃত্যুর তদন্তের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়েছে মৃতের পরিবার।

# কোভিড-১৯:বাংলাদেশে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ০৯।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও করোনা মহামারিতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অসহায় পরিবারের মধ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র ২ আলহাজ্ব মতিউর রহমান মতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রবিবার ২৬ শে রমজান দুপুর ২ টায় সিদ্ধিরগঞ্জের মুনলাইট চৌরাস্তা এলাকায় ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ আলমগীর গনি, সভাপতি জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা, ঢাকা বিভাগ ও সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটি, জি. এম মাসুদ ঢালী, নির্বাহী সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সভাপতি মনির হোসেন ও সাধারন সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ শাওন। ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা কমিটির সভাপতি ও দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন এর নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি আব্দুল হান্নান প্রধান। আরও উপস্থিত ছিলেন, মোঃ শাহারিয়ার কবির রিপন, সাধারণ সম্পাদক- জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা,মোঃ মারুফ হোসেন (তুষার), সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা। সার্বিক তত্তলাবধানে ছিলেন, মোঃ ওয়াশিম, অর্থ- সম্পাদক সিদ্ধিরগঞ্জ থানা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা, সাংবাদিক জাকির হোসেন, আব্দুর রহিম, শাহাদাত হোসেন সাকিল, সাদ্দাম হোসেন মুন্না, মোঃ জসিম উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন, মোঃ কামাল ও বিপুল হোসাইন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন ৬ নং ওর্য়াড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র ২ আলহাজ্ব মতিউর রহমান মতি বলেন , বর্তমানে করোনা মহামারিতে পুরো বিশ্ব আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে লকডাউনের কারনে অসহায় হয়ে পড়েছে দিনমজুর শ্রমিকরা তাদের মুখে আসন্ন ঈদে একটু হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা কমিটির উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিন শতাধিক অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

বিশেষ অতিথি মোঃ আলমগীর গনি জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা ঢাকা বিভাগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বলেন, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য ও সভাপতি- আব্দুল হান্নান প্রধান এর উদ্যোগে তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিন শতাধিক অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরন করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি আশা করি তার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও বলেন, গত বছর ২০২০ সালে করোনা মহামারীতে সিদ্ধিরগঞ্জ সাংবাদিক সংস্থার সভাপতির উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ বিতরন করা হয়েছিল যা বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে সসপ্রচার করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আব্দুল হান্নান প্রধান-কে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সদস্য ঘোষণা করা হয়।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## ঘরে অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জণীয়

করোনাভাইরাস মহামারীতে ঢাকার মগবাজারে একটি দোকান থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি

করোনাভাইরাস মহামারীতে ঢাকার মগবাজারে একটি দোকান থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি

করোনাভাইরাস মহামারী আবারও মারাত্মক আকার ধারণ করার পর প্রতিদিন হাজারও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে হাসপাতালের শয্যা সঙ্কট তৈরি হলে। সে কারণে বাড়িতেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করছেন অনেকে।

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের অনেকেরে ফুসফুস সংক্রমণের কারণে স্বাভাবিকভাবে বাতাস থেকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন নিতে পারে না। তাদের কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়।

তবে শুধু অক্সিজেনের সিলিন্ডার আনলেই তো হবে না, তা ব্যবহার করাও জানতে হবে। আর সেখানেও প্রয়োজন আছে অনেক সতর্কতার।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে।

অক্সিজেন কখন ব্যবহার করতে হবে

রক্তে অক্সিজেন বা 'এসপিওটু'য়ের মাত্রা ৯৩ শতাংশের নিচে নেমে গেলেই কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। রক্তে অক্সিজেনের আদর্শ মাত্রা ৯৪ থেকে ৯৯ শতাংশ।

যদিও কোনো অক্সিজেন থেরাপি তাৎক্ষণিক রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে বা স্বাভাবিক করতে পারে না। তবে কোভিড-১৯ রোগীদের ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯২ শতাংশ 'স্যাচুরেশন' পাওয়াই হবে অত্যন্ত উপকারী।

১০০ শতাংশ 'স্যাচুরেশন'য়ে কখনই পৌঁছানো উচিত নয়। সুস্থ কিংবা অসুস্থ, শতভাগ 'স্যাচুরেশন' হবে অক্সিজেনের অপচয়।

একদিকে কারও জন্য অক্সিজেন দুষ্প্রাপ্য, অপরদিকে কিছু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুদ করে রাখছেন। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের নিবেদন, প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া।

একজনে অতিরিক্ত মজুদ হবে অন্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ।

'স্যাচুরেশন'য়ের লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু হওয়া উচিত

ভারতের 'এআইআইএমএস নিউ দিল্লি'ল প্রধান ডা. রানদিপ গুলেরিয়া বলছেন, ''যাদের অক্সিজেন 'স্যাচুরেশন'য়ের মাত্রা ৯২ থেকে ৯৪ শতাংশ, তাদের অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এটা আপনাকে কোনো উপকার দেবে না। আর এর বেশি হলে তো কথাই নেই।'' যাদের ৯৪ শতাংশের কম তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। তারও যদি অবস্থা স্থিতিশীল থাকে তবে অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা শ্বাসতন্ত্রের দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন 'স্যাচুরেইশন' বেশি রাখতে হয়। তাই বলে ৯৭ শতাংশতে রাখাও অপচয়। এছাড়াও একজন রোগীর প্রতি মিনিটে কত লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন সেই সিদ্ধান্ত একমাত্র একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকই নিতে পারেন। সেই হিসেবের ওপর নির্ভর করবে একটি সিলিন্ডার কতক্ষণ চলবে আর কখন তাতে নতুন অক্সিজেন দিতে হবে। অক্সিজেন দেওয়া মানেই সমস্যার সমাধান নয় কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহ করার পর রোগী ঝুঁকিমুক্ত হয় না। তাই তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ও নাড়ির স্পন্দনের গতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এথেকেই বোঝা যাবে শরীর রোগের সঙ্গে কতটুকু লড়তে পারছে, কৃত্রিম অক্সিজেন তার কোনো উপকারে আসছে কি না। অক্সিজেনের মাত্রায় ওঠানামা চোখে পড়লে প্রতি দুই ঘণ্টায় পরিমাপ নিতে হবে এবং দেখতে হবে কৃত্রিম অক্সিজেন দেওয়ায় অবস্থা উন্নতি হচ্ছে কি না। যদি উন্নতি না হয় তবে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার

অনভিজ্ঞ হাতে অক্সিজেন মাস্ক বা 'নেসাল ক্যানুলা' বেশ ঝামেলার বিষয় হতে পারে।

ভাইরাস থেকে বাঁচতে মুখে মাস্ক পরার মতো অক্সিজেন মাস্কটিই রোগীর মুখে বায়ুরোধকভাবেই বসাতে হবে। রোগীর মুখের আকৃতি হিসেবে করে মাস্ক বেছে নেওয়াটা এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি। এই মাস্কেও থাকে 'নোজ ক্লিপ' কিংবা পেছনের ফিতা, যার সাহায্যে মুখের ওপর আঁটসাঁট করে অক্সিজেন মাস্কটি বসানো যায়। সঠিক মাস্ক বেছে নেওয়া এবং তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ তা বহুবার এবং লম্বাসময় ব্যবহার করতে হবে।

অনেক সময় একাধিক রোগী একই সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে সরঞ্জামগুলো সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা জানতে হবে এবং সর্বোচ্চগুরুত্ব সহকারে তা করতে হবে।

শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানোর ঘরোয়া উপায় কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো কিছু ব্যায়াম বা পদ্ধতি সবার জানা উচিত।

## ঢেকে রাখা চুলের যত্ন

যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের মাথা ঘেমে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এজন্য নিয়মিত শ্যাম্পু করার পাশাপাশি চাই বাড়তি যত্ন। বাইরে যাওয়ার সময় হিজাব বা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে বের হলে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়লেও চুলের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি হিজাব শক্ত করে পরলে সমস্যা আরও বাড়ে। কারণ এতে চুল পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। যা থেকে চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। সমস্যা আরও বাড়ে যদি হিজাব পরার আগে 'ব্লো ড্রায়ার' বা ভুল প্রসাধনী ব্যবহার করা হয়। আবার মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবে কিছু তেল নিঃসৃত হয়। ঘাম আর তেল মিলেমিশে একাকার হয়ে মাথার ত্বককে চটচটে করে তোলে। এতে চুলকানি, র‍্যাশ, খুশকি ইত্যাদির মতো হাজারও সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য হিজাবি নারীদের চুলের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

যে কারণে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত যা পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি ঝরঝরে রাখবে চুল। এজন্য চুল নিয়মিত শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। কারণ হিজাব পরলে ঘাম আর তেলের জন্য মাথার ত্বকে খুশকি হয়ে থাকে। তাই সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ভালো মানের শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। বাজারে এখন হিজাবিদের জন্য রয়েছে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর'। এই শ্যাম্পু মাথার ত্বকের সব তেল-চিটচিটে ময়লা পরিষ্কার করে দীর্ঘস্থায়ী সজীবতা ও সুরক্ষা দেয়। রয়েছে টি ট্রি অয়েল, যা একটি প্রদাহ, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা করে।

পাশাপাশি মাথার ত্বকের অতিরিক্ত শুষ্কতা দূর করে চুলের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজার রাখতে সাহায্য করে।

'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহারের নিয়ম

- শ্যাম্পু করার আগে চুল ভালোভাবে ভেজানো না হলে, শ্যাম্পু তার কাজও ভালোভাবে করতে পারে না। ফলে চুল রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যায়। তাই চুলে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু দেওয়ার আগে দুতিন মিনিট পর্যন্ত চুল ভিজিয়ে নেওয়া উচিৎ।

- চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু পৌঁছানো বেশি জরুরি। মনে রাখতে হবে শ্যাম্পু বেশি দরকার হয় চুলের গোড়ায়। আর কন্ডিশনার কাজ করবে চুলের আগার দিকে। পাশাপাশি প্রতিবার শ্যাম্পু করার সময় মাথার একই জায়গায় শ্যাম্পু ঢালা হলে সেখানের ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

- ব্যবহারের পর দ্রুত ধুয়ে ফেললে শ্যাম্পু ঠিক মতো কাজ করার সুয়োগ পায় না। চুল মালিশ করে কয়েক মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন। আর গরম পানি দিয়ে চুল ধোয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুলে চুলের গোড়া বন্ধ হয়। ফলে কেশ হয় ঝলমলে ও নরম। পাশাপাশি চুল পড়াও কমে।

অন্যান্য যত্ন

বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড়ের হিজাব ব্যবহার করতে হবে। সেটা হতে পারে সুতি, সিল্ক, সাটিন বা সিল্ক। আসলে কোন ধরনের কাপড় নিজের চুলের জন্য ভালো হবে তা নিজেকেই পরখ করে বুঝে নিতে হবে।

ভেজা চুলে হিজাব ব্যবহার না করা: হিজাব পরার আগে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চুল ভেজা না থাকে। কারণ ভেজা চুলে স্কার্ফ বা হিজাব পরলে অবশ্যই মাথায় দুর্গন্ধ হবে। তাই ভেজা থাকলে অবশ্যই চুল ভালো মতো চুল শুকিয়ে নিন। বেশি তাড়া থাকলে 'ব্লো ড্রায়ার' ব্যবহার করুন। তবে তার আগে চুলের ক্ষতি এড়াতে 'লিভ অন হেয়ার অয়েল' ব্যবহার করতে ভোলা যাবে না।

চুল বাঁধা: হিজাব পরার আগে চুল খুব হালকা করে বেঁধে নেওয়া উচিত। বেশি শক্ত করে বাঁধলে চুলের গোড়া নরম হয়ে যায়। ফলে চুল পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। লম্বা বেণি, পনিটেইল বা হালকা খোঁপা করলেই চলবে।

## স্পর্ক যখন মানসিক চাপের কারণ

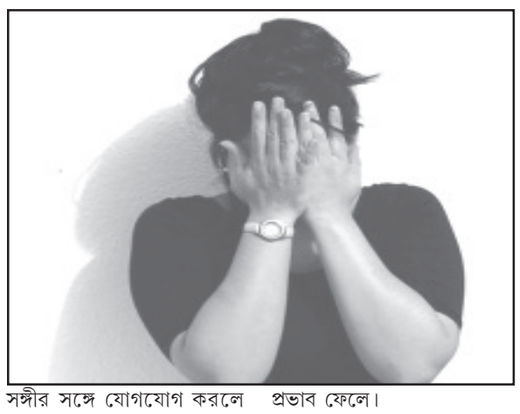

সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালোলাগার পরিবর্তে উল্টো দুঃশিন্তার স্রোত বয়ে যায়।

মনমেজাজের বারোটা বাজে, সম্পর্ক ভাঙার ভয় জাগে। আর এসব বিষয় মনের ওপর আরও চাপ তৈরি করতে থাকে।

বিরক্তি, অকারণ ভয় ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে উদ্বেগের সমস্যায় ভুগছেন। এটা মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর বাজে প্রভাব ফেলে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে এরকম মানসিক উদ্বেগ চিহ্নিত করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া: অনেকেই নিজের উদ্বেগ বা মানসিক চাপ সম্পর্কে আবগত থাকেন না। যদি ছোট খাট কোনো বিষয় আপনার আবেগকে আক্রান্ত করে তাহলে বুঝতে হবে এটা উদ্বেগের একটা লক্ষণ। উদ্বেগের কারণে যে কোনো ছোটখাট বিষয় আপনার কাছে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ছোট খাট কথা কাটাকাটি বা রাগারাগির কারণে আপনার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ বা কান্না পাওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এর মানে হল, সম্পর্কে কোনো বিষয় হয়ত আপনাকে বিব্রত করছে বা কোনো বিষয় নিয়ে আপনি বেশ আশঙ্কায় ভুগছেন।

মত প্রকাশ নিয়ে ভীতি: উদ্বেগের কারণে দ্বিধার সৃষ্টি হয় এবং নিজের কোনো মতামত বা সঙ্কটের কথা সঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে বলার ক্ষেত্রেও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। এত কিছু চিন্তা না করে নিজের মনের কথা খুলে বলুন যা হওয়ার হোক, এতে দুজনের মাঝে বোঝাপড়া ভালো হবে। একে অপরের অনুভূতি বুঝতে পারবে। নিজের মতামত ও অনুভূতি শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করুন।

আবেগ চেপে রেখে কখনও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে দেওয়া ঠিক নয়। এটা নানান শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সবসময় সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা: যে কোনো কিছুই বাড়াবাড়ি ক্ষতিকর। অতিরিক্ত চিন্তা করাও এর ব্যতিক্রম নয়। সঙ্গী ও সম্পর্কে নিয়ে চিন্তা করা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এর মাত্রাতিরিক্ততা ক্ষতিকারক। যদি নিজেও বুঝতে পারেন যে, খুব বেশি চিন্তা করছেন তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধ্যান বা শ্বাসের ব্যায়াম করুন। এটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, দুশ্চিন্তা, অতিচিন্তা এবং উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করবে।

## প্রতিদিনের খাবার থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পন্থা

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করাও দরকার। ভারতের কিউইউএ নিউট্রিশন'য়ের প্রতিষ্ঠাতা রায়ান ফার্নান্দো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা এবং সুস্বাস্থ্য অর্জনের চাবিকাঠি হল শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টিহীনতা।''

তাই প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়ক কিছু খাবারের নাম এখানে দেওয়া হল।

আমলকী: কয়েক শতাব্দী জুড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর একটি কার্যকর উপাদান হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে আছে আমলকী। এতে আছে ভিটামিন সি'য়ের প্রাচুর্য, যা শরীরে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। এই শ্বেত রক্তকণিকা অসংখ্য জীবাণুর সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। পাশাপাশি আমলকী যোগায় শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

কমলা: এতেও আছে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জোর বাড়ায়। কোষকে সংক্রামক ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 'ইমিউন সেল' তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে ভিটামিন সি।

পেয়ারা: ভিটামিন সি তো আছেই, পাশাপাশি সর্বোচ্চ পুষ্টিকর ফলের তালিকায় প্রথমসারির সদস্য পেয়ারা। কমলাতে যে পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে তার থেকে চার গুন বেশি থাকে পেয়ারায়।

শরীরে যে মুক্ত মৌল বা 'ফ্রি র‍্যাডিকাল' তৈরি হয় তাকে নিষ্ক্রিয় করতে কার্যকর কয়েকটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হল 'কুয়েরসেটিন', 'লাইকোপেন', ভিটামিন সি এবং অন্যান্য 'পলিফেন্স'। এদের মধ্যে কয়েকটি উপাদান মেলে পেয়ারাতে। আদা: এতে থাকে 'জিনজেরল' নামক উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তি যোগায়। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই উপাদান।

রসুন: ভাইরাস, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ থাকে রসুনে। আর এর সব কৃতিত্বের মূলে আছে 'অ্যালিসিন' নামক উপাদান। এটাও রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা বাড়ানোর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

হলুদ: 'কারকিউমিন' হল হলুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর অস্ত্র। 'কারকিউমিন' প্রদাহনাশক গুণসম্পন্ন। ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে যে ক্ষতি হয় তা আসলে বিভিন্ন প্রদাহ সৃষ্টিকারী 'মলিকিউল'য়ের কারণে হয়। আর সেই 'মলিকিউল' ধ্বংস করাই হলো 'কারকিউমিন'য়ের কাজ। এছাড়াও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির গতিও কমায় এই উপাদান।

তুলসি: ঔষধি গাছ হিসেবে তুলসি বেশ সুপরিচিত। ভিটামিন সি ও দস্তা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ধ্বংস করতে তুলসি একটি শক্তিশালী অনুসঙ্গ। খালি পেটে দুই থেকে তিনটি সতেজ তুলসি পাতা খেতে পারলে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ: ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করা এবং 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' উপাদান সমৃদ্ধ এই গোলমরিচ। আরও রয়েছে ভিটামিন সি। ফলে প্রাকৃতিকভাবে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

## শিশুর ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলার উপায়

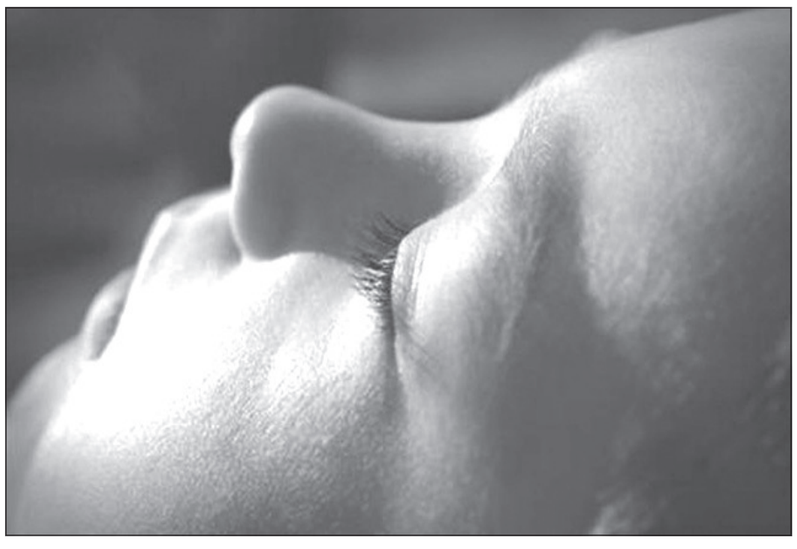

শিশুরা ঘুমাতে চায় না সহজে। ফলে তাদের ঘুমের নির্দিষ্ট অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ নয়। নবজাতক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার জন্যই রাতে নির্ভেজাল ঘুম অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের ঘুমের ঘাটতি মেটাতে তাই যখনই সে ক্লান্ত হয় তখনই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর অসময়ে ঘুমানোর কারণে যখন সবার ঘুমানোর সময় তখন সে আর ঘুমাতে চায় না।

অপরদিকে সন্তানের ঘুম পর্যাপ্ত না হলে তার উৎফুল্লতা কমে, বিরক্তি বাড়ে, কান্না লেগেই থাকে। ঘুমের অভাবে মস্তিষ্ক ক্লান্ত থাকার কারণে শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর এবং পরিবারের অন্যদের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হলে তার ঘুমকে নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে নিতে হবে, সেটাকে শিশুর অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

মা ও শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সেই কাজে সফল হওয়া উপায়।

ঘুমানোর আগের রুটিন: গোসল, কাপড় বদলানো আর দাঁত মাজা ঘুমের জন্য প্রস্তুতি ইঙ্গিত করে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একই সময়ে শিশুকে গোসল না করালেও অন্তত দাঁত ব্রাশ করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলে ক্রমেই সেটা শিশুর অভ্যাসের অংশ হয়ে আসবে। ফলে ঘুম আসবে সহজেই।

রাতের খাবার: শিশুর রাতের খাবারটা ঘুমানো দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে হতে হবে। এর আগে খেলে শিশুর আবার ক্ষুধা লেগে যেতে পারে কিংবা ক্ষুধার কারণে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আবার ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার খেয়ে শিশু খেলতে আগ্রহী হয় বেশি, ঘুমাতে চায় না।

শোবার ঘরের পরিবেশ: শিশুদের ঘুম পাতলা হয়, সামান্য শব্দেই তার ঘুম ভেঙে যাওয়া সম্ভব। আবার ঘরে আলো থাকলে সেটাও তার ঘুমের সমস্যা তৈরি করবে। তাই শিশুর শোবার ঘরটায় যাতে ঘুমানোর জন্য আরামদায়ক একটা পরিবেশ থাকে সেদিয়ে খেয়াল রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ব্যবহার: রাতে ঘুমানোর আগে শিশুদের টিভি কিংবা মোবাইল দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে। এসব যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পর্দা থেকে নিঃসৃত নীল আলো ঘুমকে দূরে রাখে। আর কার্টুন দেখা বা গেইম খেলার সুযোগ থাকতে ঘুমাতে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পাওয়া হয়ত অসম্ভব। ক্যাফেইন গ্রহন না করা: প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঘুম তাড়ানো জন্য যে 'ক্যাফেইন' গ্রহণ করে তা যদি শিশু ঘুমানোর আগে গ্রহণ করে তবে তার ঘুম আসবে না এটাই স্বাভাবিক। চা-কফি ছাড়াও ক্যাফেইন'য়ের আরও উৎস আছে। যেমন- চকলেট ও কোমল পানীয়। আর দুটোই ঘুমানোর আগে খাওয়া শিশুর জন্য অসম্ভব নয়।

ঘুমের নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখা: গতরাতে অনেক যন্ত্রনা করেছে, ঘুমায়নি বলে আজকে দুপুরে তাকে ঘুম পাড়ানো প্রবল চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মাঝে। হয়ত ভাবছেন রাতের ঘুমের ঘাটতিটা কমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো বিকেল কিংবা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমানোর পর শিশুর সকল ক্লান্তি হারিয়ে গেছে। ফলে রাতে ঘুমানোর স্বাভাবিক সময়ে তার কোনো ক্লান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই।

শ্রীশ্রী দীনদয়াল আশ্রম বাড়ি ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

# কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্মৃতি হাতড়ায় পরিবার

নদিয়া, ৯ মে (হি.স.) : ১৩৫ বছর আগে নদিয়া রাজবাড়িতে প্রথম পদধূলি পড়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তারপর বহুবার কৃষ্ণনগরে এসেছেন কবিগুরু। তাঁর আসা ও দীর্ঘদিনের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তীতে আজও স্মৃতি হাতড়ান নদিয়া রাজবাড়ির সদস্যরা।

প্রতিবারের মত করোনা আবহে বিধিনিষেধে মেনে আজ, ২৫ বৈশাখ নদিয়া রাজবাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হল। জানা গিয়েছে, ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইঝি ইন্দিরাদেবীর বিয়ের সম্বন্ধ করতে কৃষ্ণনগরে আসেন। পাত্র সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে এলেও কবিগুরু উঠেছিলেন এখানকার রাজবাড়িতে।

মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় বিষ্ণুমহলে কবিগুরুকে সম্মান জানান। একই সঙ্গে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠান চলার মাঝে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন, বাঁশি কেন বাজে না? গান গাইতে গাইতে রামতনু লাহিড়ীর সন্তান সত্য লাহিড়ী বলে ওঠেন, বাঁশি বাজাতে জানলেই বাজবে। হাততালি দিয়ে সত্যবাবুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিশ্বকবি। কৃষ্ণনগরের কাছে দিগনগরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল। রাজবাড়িতে আজও তাঁর ব্যবহার করা খাট সহ একাধিক সামগ্রী রয়েছে। রয়েছে মহারানি তুষারিকাদেবীকে দেওয়া তাঁর ঘড়ি উপহারও। ভরত নাট্যম প্রদর্শন দেখে কবিগুরু তাঁকে উপহার দেন। অর্থের প্রয়োজনে কলকাতায় ভাইঝির বিক্রি করা কমলায় বর্তমানে ২ নম্বর ব্রাইট স্ট্রিটের ঐতিহাসিক 'নদিয়া হাউস' বাড়ির দলিলে সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১০৯ বছর আগের সেই স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সেই বাড়িতে বসবাস করছেন।

রাজবাড়ি থেকে রাজত্ব সামলানোর সময়ে মহারাজা কৌনীশচন্দ্র রায় ১৯১২ সালে "কমলালয়" কিনে নেন। বাড়ির নাম দেন নদিয়া হাউস। রাজবাড়ি সূত্রে জানা যায়, গুরুদেব মহারাজা কৌনীশচন্দ্রকে পটল নামে ডাকতেন। সেই সম্বোধনেই ১৯১২ সালে তিনি চিঠি লেখেন। ইন্দিরাদেবী অর্থকষ্টে কমলালয় বিক্রি করে দেবেন, সেই বাড়িটা কেনার জন্য গুরুদেব মহারাজাকে বলেন।

মহারাজা সেই সময় বাড়ি না কিনে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দেন। কিন্তু গুরুদেব তাতে রাজি ছিলেন না। তখন মহারাজা বাড়িটা কেনেন। দলিলে গুরুদেবের সইও ছিল। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আরও নানা স্মৃতি রয়েছে রাজ পরিবারের সদস্যদের। ঐতিহাসিক এই বাড়ি বেশ কয়েকবার মালিকানা বদলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। পুরনো কলকাতার পঞ্চান্নগ্রামের অধীন এই অঞ্চলটির নাম ছিল ঘুঘুডাঙা। বাড়িটির আগের নাম ছিল "মেরি ভিল"। আমেনিয়ান গির্জার রেভারেন্ড টমাস ম্যালকম বাড়ির নাম বদল করে রাখেন গুড হোপ ভিলা।

অর্থভাবে ম্যালকম তাঁর প্রিয় বাড়ি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রনাথকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। রাজবাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, তখন বাড়ির নাম পাল্টে রাখা হয় 'কমলালয়'। সেই বছরই সত্যেন্দ্র-সুরেন্দ্র বাড়িটি উপহার দিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবীকে। তাঁরাও এই কমলালয়ে উঠে আসেন। ইন্দিরাদেবী ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল কবিগুরু। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার কমলালয়ে গিয়েছেন।

২৫ বৈশাখের আগে কবিগুরুর ছবি, তাঁর স্মৃতিবিজড়িত যাবতীয় ঐতিহাসিক জিনিসপত্র সংস্কারের কাজ চলে। রাজবাড়ির বর্তমান সদস্য মণীশচন্দ্র রায় বলেন, এবারও কোভিড বিধি মেনে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হল।হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

## করোনা বিধি মেনে ঝাড়্গামে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী

ঝাড়্গাম, ৯ মে (হি.স.) : রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন ও করোনা নিয়ে সচেতন করল পথ চলতি মানুষজনকে। রবিবার ২৫ শে বৈশাখ ঝাড়্গাম জেলার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি করোনা বিধি মেনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস পালন করেন। পাশাপাশি ঝাড়্গাম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে ঝাড়্গাম শহরের রবীন্দ্র পার্কে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করা হয়।

এদিন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের মালিঞ্চা নব দিগন্ত সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস পালনের পর করোনা নিয়ে পথ চলতি মানুষজনকে সচেতন করেন ক্লাবের সদস্যরা। এদিন তিনশো জন মানুষকে বীনামুল্যে মাস্ক প্রদান করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে ঝাড়্গাম কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে বর্ণমালা কোচিং সেন্টারের শবর সম্প্রদায় ভুক্ত ছেলে মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করেন। কোভিড বিধি মেনে শবর সম্প্রদায় ভুক্ত ছেলে মেয়েরা একটি র‍্যালি করেন এবং কদমকানন এলাকায় রবীন্দ্রনাথের মুর্তিতে মাল্যদান করেন কচিকাঁচারা। পাশাপাশি পথ চলতি মানুষজনদের করোনা নিয়ে সচেতন করেন এবং মাস্ক ছাড়া মানুষকে মাস্ক বিতরন করেন বর্ণমালা কোচিং সেন্টার ছাত্রছত্রীরা।

এদিকে এদিন জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রবীন্দ্রপার্কে কোভিড বিধি মেনে একটি ছোট্টো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস পালন করা হয়। মালিঞ্চা নব দিগন্ত ক্লাবের সম্পাদক মানস সেনাপতি বলেন, ' এবছর আমরা কোভিড পরিস্থিতির জন্য এই অনুষ্ঠানটি একেবারে ছোটো করে করলাম। পথ চলতি মানুষজনকে মাস্ক বিতরন ও করোনা সম্পর্কে সচেতন করলাম। প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে বাড়ির বাইরে না বের হওয়ার জন্য আবেদন করেছি সাধারন মানুষের কাছে।' হিন্দুস্থান সমাচার। গোপেশ

## নবান্নে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গলা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) :করোনা আবহের মাঝেই আজ ২৫ শে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০-তম জন্মবার্ষিকী। করোনা আবহের মাঝেই পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০-তম জন্মবার্ষিকী। আর তাই এদিন নবান্নেও পালিত হল ২৫ শে বৈশাখ। নবান্নে ২৫ শে বৈশাখের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গলা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ২৫ শে বৈশাখ। এদিন নবান্নে ২৫ শে বৈশাখের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন হয়। সেখানে গান গাইলেন ইন্দ্রনীল সেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতে গলা মেলান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে আগামীকাল রাজভবনে তৃতীয় তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীদের শপথ। আগামীকাল শপথ নেবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম থেকে অরূপ বিশ্বাস।-হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

## ফের সংক্রমণ এড়াতে বাজারে বাজারে মারকিং শুরু কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : দেশ থেকে রাজ্য করোনা কাঁটায় আতঙ্কিত সকলে। প্রতিদিন করোনা গ্রাফ ঊর্ধমুখী। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের তরফে বারবার বলা হচ্ছে মাস্ক পরতে জীবাণুমুক্ত করতে। তবে, শহরের বিভিন্ন বাজারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। আর তাই বর্তমানের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ফের ময়দানে কলকাতা পুলিশ।

রবিবার ছুটির বেলায় সংক্রমণ এড়াতে বাজারে বাজারে মারকিং শুরু কলকাতা পুলিশের। যত দিন এগিয়ে আসছে ততোই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিন ধরেই আক্রান্তর সংখ্যা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে আমজনতার কপালে। কিন্তু করোনা কাঁটায় যেন নাস্তানাবুদ সকলে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ কর্মীরা। প্রতিনিয়ত করোনা থেকে সকলকে সচেতন করতে মাস্ক বিলি থেকে জীবাণুমুক্তকরণ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। আর এবার করোনা এড়াতে শহরের বিভিন্ন বাজার মুদি দোকানের সামনে গোল গোল করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মার্কিং করছে কলকাতা পুলিশ।

## করোনা আক্রান্ত সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ৫ সহকারী সুপার

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : হুহু করে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এসে গিয়েছে দেশ জুড়ে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি করোনা চিকিৎসক পুলিশ কর্মীদের শরীরেও দানা বাঁধতে। এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ৫ সহকারী সুপার।

চিকিৎসক থেকে নার্স সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ, সেলেব থেকে রাজনীতিবিদ সকলের শরীরেই জাঁকিয়ে বসেছে করোনা। ইতিমধ্যেই কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৮ জন সহকারী সুপারের করোনা পরীক্ষা করা হয়। রবিবার রিপোর্ট আসলে দেখা যায় সেই ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই করোনা আক্রান্ত। একেই করোনা আবহ তারই মাঝে সকলের একসঙ্গে রিপোর্ট পজিটিভ আসায় পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

# করোনা কালে ভাতা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন জঙ্গলমহলের লোক শিল্পীরা

ঝাড়্গাম, ৯ মে (হি.স.) : করোনা কালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু বন্ধ হয়নি জঙ্গলমহলের লোক শিল্পীদের ভাতা। আর এর জন্য ঝাড়্গাম তথা জঙ্গলমহলের লোক শিল্পীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন।

এক সময় জেলায় মাওবাদী সন্ত্রাশের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জঙ্গলমহলের মানুষের ঐতিহ্যবাহী নানা লোক শিল্পের চর্চা।জেলায় লোক শিল্পের একটা বর্নময় চরিত্র রয়েছে।নাচ,গান,বাজনা সব মিলিয়ে আদি অকৃত্রিম এই সংস্কৃতিতে ছেদ পড়ে ছিল।যেখানে মানুষ ঘরের বাইরে পা রাখতে পারত না সেখানে শিল্প চর্চা ছিল দূরঅস্ত। রাজ্যে ২০১১ সালে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর পুনরায় প্রত্যন্ত জেলার লোক শিল্পদের আগের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রতি বছর জঙ্গলমহল উৎসবে বিভিন্ন হাজার হাজার লোক শিল্পীরা তাদের শিল্প তুলে ধরেন।ঝাড়্গাম জেলার কয়েক হাজার লোক শিল্পী রাজ্য সরকারে প্রকল্পের আওতায় থেকে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে ভাতা পান।করোনা পরিস্থিতেও তা কখনো বন্ধ হয় নি।ঝাড়্গাম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়্গাম জেলায় মোট ১২৯৬৪ জন শিল্পী ভাতা পান।এর মধ্যে ষাট বছরের নিচে বহাল ভাতা পান ১১৬৮৯ জন।এবং ষাট বছরের উপরে পেনসন পান ১২৭৫ জন।প্রতিমাসে তারা এই শিল্পী ভাতার এক হাজার টাকা করে পান।করোনার এই মহামারিতেও তারা হাতে পাচ্ছেন এই অর্থ।যার ফলে শিল্পীর যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন।

রাজ্যে চলতি মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।তাকে ঘিরে মানুষের আশার শেষ নেই।আর এই মাসেও শিল্পীরা ভাতা পেয়েছেন।

ঝাড়্গাম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন " আমাদের লোক প্রসার শিল্পের অন্তর্গত জেলায় ১২,৯৬৪ জন শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন।চলতি মে মাসেও তারা ভাতা পেয়েছেন।" ঝাড়্গাম জেলার বিশিষ্ট ঝুমুর শিল্পী লক্ষীকান্ত মাহাতো বলেন " শিল্পী ভাতা আমারা পেয়ে আসছি।কোন অসুবিধা হয় নি।কভিট পরিস্থিতেতেও আমরা পাচ্ছি।রাজ্য সরাকারকে ধন্যবাদ জানাই।"

# আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব আদিবাসী গাঁওতা

দুর্গাপুর, ৯ মে (হি.স.) : ফলাফল ঘোষনা হতেই হিংসার শিকার আদিবাসী সমাজ। কোথাও নিরিহ আদিবাসী পরিবারে মারধর, কেথাও ক্রমাগত হুমকি। আবার কেথাও হিংসার আগুনে দগ্ধ গোটা গ্রাম। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। আর এই আদিবাসী সমাজের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হল আদিবাসী গাঁওতা। রবিবার সুরক্ষার দাবীতে দুর্গাপুর থানায় ডেপুটেশন আদিবাসী গাঁওতা।

উল্লেখ্য, গত ২ মে রাজ্য বিধানসভার ফলাফল ঘোষনা হয়। আর তারপর থেকে আদিবাসী তপশীলি সমাজের ওপর দুস্কৃতী হামলার অভিযোগ ওঠে। নিজেদের সমাজে আক্রমন ও অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হয় আদিবাসী গাঁওতা। রবিবার দুর্গাপুর থানায় ডেপুটেশন দেয় ওই সংগঠন। অভিযোগ, দুর্গাপুর ১ নং ওয়ার্ডের কমলপুরে এক নিরিহ মাতৃহীন আদিবাসী যুবককে নির্মম ভাবে মারধর করা হয়। ঘটনার পর আতঙ্কে গোটা পরিবার। একই সঙ্গে কমলপুর, পারুলিয়াডাঙ্গা, মহন্তবাগান, খাটগড়িয়া সহ বিভিন্ন গ্রামে ক্রমাগত হুমকি আসছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সুনীল কিস্কু জানান,' আউশগ্রামের দেবশালা পঞ্চায়েতের কাঁকোরা আদিবাসী গ্রামে নির্মম অত্যাচার চালায় একদল দুস্কৃতী। গোটা গ্রামে ভাঙচুর, লুট একপ্রকার তান্ডব চালায়। রান্না করা খাবার নষ্ট করে দেওয়া হয়। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় আস্ত গ্রামকে। আতঙ্কে অসহায় অবস্থায় নিজেদের সন্তান নিয়ে কোনভাবে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে প্রানে বাঁচে।'

তিনি আরও বলেন,' জল জঙ্গল নিয়ে আদিবাসীদের সমাজ। এখন আদিবাসী সমাজে শিক্ষা ও বহু সরকারি সুযেগ পৌঁছায়নি। তারপরও এধরনের অমানবিক অত্যাচার কেন? তাই তার প্রতিবাদে পুলিশে ডেপুটেশন। আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের পুনর্বাসন দিক সরকার। আদিবাসীদের সুরক্ষা দিতে হবে। আর অত্যাচার বন্ধ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এবং আউশগ্রামের কাঁকেরায় তৎপরতার সঙ্গে গ্রামবাসীদের ঘরে ফেরানোর ব্যাবস্থা করেছে পুলিশ।

আগরতলায় এসএফআই ও টিএসইউ-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের পরিদর্শন করেন প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর। ছবি ঃ নিজস্ব

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# আজ থেকে পুদুচেরিতে ১৪ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন

পুদুচেরি, ৯ মে (হি.স.) : করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরিতে ১৪ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হল। আগামীকাল ১০ মে থেকে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষণা হয়েছে করা হয়েছে কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরিতে। শনিবার রাতে পুদুচেরি সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করে। এর আগে গত ২৭এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত এখানে লকডাউন করা হয়েছিল। করোনা সংক্রমনের গতি না কমার ফলে ফের ১০ মে থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য লকডাউন ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, সমস্ত পার্ক সহ পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এমনকি এসময়ে কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলা, বিনোদন, স্কুল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও কোনরকম করা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য দোকান খোলা রাখা হবে বেলা বারোটা পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, পুদুচেরিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭০৩ জনের নতুনভাবে করোনা সংক্রমনের খবর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

# করোনার বাড়বাড়ন্ত সত্বেও বাজারে নেই দূরত্ব বিধি,নেই মাস্ক

কলকাতা,৯ মে ( হি স) : রোজ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার বাড়বাড়ন্ত- এ কপালে চিন্তার ভাঁজ পরেছে আমজনতার। বারবার চিকিৎসক প্রসাশনের তরফে সকলকে মাস্ক পরার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। কিন্ত তবুও সেই সাবধানবাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজারে নেই দূরত্ব বিধি,নেই মাস্ক। শহরের রবিবারের বাজারে এইভাবেই চলছে বেচা কেনা।

দেশ থেকে রাজ্য যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই করোনা কাঁটায় নাস্তানাবুদ আমজনতা। এই পরিস্থিতিতে বারবার পুলিশের তরফে মাস্ক পরার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে সকলকে। দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। কিন্ত সেসব নিষেধাজ্ঞা কানে নিচ্ছে না অনেকেই। রবিবার ছুটির বেলায় শহরের একাধিক বাজারে ঠাসা ভিড়। গড়িয়াহাট বাজার থেকে গাঙ্গুলি বাগান, বাজারে বাজার করতে আসা অনেকের মুখেই নেই মাস্ক। বিক্রেতারাও অনেকে মাস্ক ছাড়া বিক্রি করেছ সবজি। দূরত্ব বিধি শিকেয় তুলে একে অপরের গায়ের উপর উঠে দরাদরি করে চলছে বাজার।

# চির নূতনেরে দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ": কবিগুরু জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ৯ মে ( হি. স) : করোনা আবহের মাঝেই আজ রবিবার পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। করোনা আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে কিছুটা ভাঁটা পরলেও এদিন টুইট করে বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০-তম জন্মবার্ষিকী। প্রতি বছরই এই দিনটা নানান অনুষ্ঠান পালন। কিন্ত এই বছর করোনা আবহে সেই সব কিছুতেই কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর সহ মেডিক্যাল সরঞ্জাম নিয়ে ভারতে এল বিশ্বের বৃহত্তম কার্গো বিমান

নয়াদিল্লি, ৯ মে ( হি. স) : রবিবার সকালে ভারতে পৌঁছল বৃহত্তম কার্গো বিমান। যুক্তরাজ্য থেকে অক্সিজেন জেনারেটর, এক হাজার ভেন্টিলেটর সহ শুক্রবার বিমানটি রওনা দিয়েছিল। সেটি এদিন সকালে ভারতে এসে পৌঁছেছে বলে বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে এও জানানো হয়েছে, এই প্রতিটি জেনারেটর প্রতি মিনিটে ৫০০ লিটার অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। একসঙ্গে ৫০ জনকে সেই অক্সিজেন সরবরাহ করা সম্ভব।

নদার্ন আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্ট থেকে রওনা দেয় বিশ্বের বৃহত্তম এই কার্গো বিমান। ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফিসের তরফে জানানো হয়েছে ওই বিমানে প্রাণদায়ী জিনিস ভর্তি করতে কর্মীরা রাতভর কাজ করেছেন। তারপরই বিশাল অ্যান্টোনভ ১২৪ এয়ারক্র্যাফট ভর্তি হতে পেরেছে। রবিবার সকালে এটি দিল্লি বিমানবন্দরে নামে। তারপর ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের তরফে সেগুলি হাসপাতালে পাঠানো হবে। ৪০ ফুট তিনটি অক্সিজেন কনটেনার প্রতি মিনিটে ৫০০ লিটার অক্সিজেন প্রস্তুত করতে পারে। এখান থেকে একসঙ্গে ৫০ জন অক্সিজেন নিতে পারবে।

গত মাসে ২০০ ভেন্টিলেটর ও ৪৯৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ভারতকে পাঠিয়েছিল যুক্তরাজ্য। এই প্যাকেজ ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল কেয়ার সূত্রে পাঠানো হয়েছে এবং এটি পাঠিয়েছে নদার্ন আয়ারল্যান্ডের হেলথ সার্ভিস। যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব ম্যাট হ্যানকক বলেছেন, "ভারতের পরিস্থিতি মর্মান্তিক। এই চ্যালেঞ্জে আমারা বন্ধু পাশে আছি।"

# রাজ্যপালের হাতে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফাপত্র সর্বানন্দ সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী পদে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিলেন সর্বানন্দ সনোয়াল। আইনি উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি এবং মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির হাতে তাঁর ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ।

এদিকে আজ রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ব্রহ্মপুত্র গেস্টহাউসে সৌজন্য সাক্ষাতে যান সম্ভাব্য নয়া মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা অসমে দলের প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অরুণ সিং সহ বহু দলীয় নেতা ও বিধায়কগণ। তাঁদের সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

রাজভবন থেকে ফের সরকারি বাসভবন এসেছেন সর্বানন্দ। এখান থেকে হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে একই গাড়িতে গিয়েছেন বিধানসভার কনফারেন্স হল-এ পরিষদীয় দলের বৈঠকে। ইতিমধ্যে কনফারেন্স হল-এ দলের সকল বিধায়ক উপস্থিত হয়েছেন। পরিষদীয় বৈঠকে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএল সন্তোষ, সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং, অসমে দলের প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, নরেন্দ্রসিং তোমর প্রমুখ।

# কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন মহারানা প্রতাপ ও গোপালকৃষ্ণ গোখলেকেও

নয়াদিল্লি, ৯ মে ( হি. স) : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১৬০ তম জন্মজয়ন্তীতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি টুইট বার্তায় বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লিখেছেন,স্বপ্নের ভারত গড়তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শক্তি এবং তার আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া এদিন মহারানা প্রতাপের জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মহারানা প্রতাপের জন্মদিবসে মাতৃভূমির প্রতি তাঁর আত্মত্যাগ ও আত্ম বলিদান কথা স্মরণ করে টুইটে লেখেন, মহারানা প্রতাপ ভারতের ইতিহাসে মাতৃভূমির প্রতি তাঁর সাহসিকতা, যুদ্ধকৌশল এবং আত্ম বলিদান অমর হয়ে থাকবে। মহারানা প্রতাপ ছিলেন মেবারের রানা। ১৫৪০ সালের এইদিনে তাঁর জন্ম হয়। এর পাশাপাশি এদিন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মদিবসো তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন তিনি। লিখেছেন, এই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

# এবার উত্তরাখণ্ডে পাঁচশো শয্যা বিশিষ্ট দুটি আলাদা কোভিড হসপিটাল তৈরি করছে ডিআরডিও

দেহরাদুন, ৯ মে ( হি. স) : উত্তরাখণ্ডে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে এবার ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)নেতৃত্বে হাল্দানি ও ঋষিকেশে দুটি আলাদা কোভিড হসপিটাল তৈরি করা হচ্ছে। ডিআরডিও সূত্রের খবর, হাল্দানিতে পাঁচশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি হবে। এরমধ্যে ৩৭৫টি অক্সিজেনযুক্ত ও ১২৫টি ভেন্টিলেটর যুক্ত শয্যা থাকবে। এর পাশাপাশি ঋষিকেশে চারশোটি অক্সিজেনযুক্ত শয্যা ও একশোটি ভেন্টিলেটর যুক্ত শয্যা হসপিটাল তৈরি হবে ।এর আগে ডিআরডিও নেতৃত্বে ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড হসপিটাল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি কোভিড চিকিৎসায় জরুরিভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেয়েছিল ডিআরডিও-র তৈরি ওষুধ। শনিবার দুপুরে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার তরফে ওষুধ ২ ডিজি-কে আপতকালীন ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হল। ড্রাগ ২ ডিঅক্সি ডি গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে ২ ডিজি ওষুধটি সংকটজনক করোনা রোগীদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিকমতো বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে দাবি প্রস্তুতকারী সংস্থা।

জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে এই ওষুধের ট্রায়াল শুরু হয়েছে। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফাতেও দু'ধাপে হয়েছে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। তার সাফল্যের নিরিখেই এবার ডিআরডিও-র তৈরি ওষুধকে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হল। এর আগে রেমডেসিভির, ভিরাফিনকেও একইভাবে জরুরি চিকিৎসার জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল ডিসিজিআই। এবার মিলল ২ ডিজি ব্যবহারের মিলল ছাড়পত্র। জানা গিয়েছে, পাউডার হিসেবে পাওয়া যাবে ওষুধটি। খাওয়ার সময়ে তা জলে গুলে খেতে হবে।

# আবারো আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর ৯ মে।।** আবারো আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম।এবারের ঘটনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত ধরের টিলা এলাকার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার উদয়পুরের প্রতিনিধি তথা উদয়পুরের বরিষ্ঠ সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্র।গত শনিবার উদয়পুর, সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্রের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় এলাকার সমাজদ্রোহী সঞ্জিত দত্ত। সে স্থানীয় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত। রেগার কাজে জেসিবি ড্রজার ব্যবহার নিয়ে এক দুর্নীতির খবর করার জন্য সংবাদ সংগ্রহ ও ছবি তোলার পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জিত দত্ত উনার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শনিবার রাত্রি আনুমানিক নয়টার সময় সনিত দত্ত দেবব্রত রুদ্রের বাড়িতে গিয়ে উনার কাছে জে সি বি দ্বারা পুকুর খননের ছবি তোলার কারন জানতে চেয়ে জবাব দিহি করে এবং দেবব্রতের উপড় চড়াও হয়। দেবব্রত বাবুর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় এবং দেবব্রতের গলা চেপে ধরে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে দেবব্রত বাবুর হাতে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। রবিবার কাকড়াবন থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের কোন খবর নেই।

সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমনের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলছে। দুস্কৃতি দ্বারা সাংবাদিক আক্রান্তেরা ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দেবব্রতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সমাজদ্রোহী সনিতের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ উদয়পুরে কর্মরত সাংবাদিকরা উদয়পুর কাকড়াবন থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট এক ডেপুটেশনে মিলিত হন এবং সনিত দত্তকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। আগরতলা থেকেও সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল কাকড়াবন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট মাফিয়া সনিত গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয় ।উয়পুরের কর্তব্যরত সাংবাদিকদের মধ্যে আজ যে প্রতিনিধি কাকড়াবন থানায় উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের পক্ষে অপুরাম সরকার, দিলীপ দত্ত, জসীম উদ্দিন, আয়ুব সরকার, তাপস মজুমদার, রতন দে, আরিফ হোসেন, রূপক দাস, রাকেশ নন্দী, অলক সূত্রধর, বিপ্লব দে, সহ উদয়পুরে কর্মরত অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাস্বর মোদক, পার্থ সাহা,মানিক সাহা, উৎপল দে সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা। ঘটনার খবর পেয়েই সকল সাংবাদিকরা দেবব্রত রুদ্রকে নিয়ে কাকড়াবন থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের কাছে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান এবং ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনায় অভিজ্ঞ মহলে ছি ছি রব উঠেছে।

# অসমে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০ জনের মৃত্যু, নতুন করোনা-আক্রান্ত ৫,৭৫৬ জন

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : রাজ্যে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। ইতিমধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়কালে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৭৫৬ জন। পাশাপাশি ৩,০৫৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। অসমে ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৯-।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের খবর, গতকাল রাত পর্যন্ত যে ৫,৭৫৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ১৫৪৩ জন কামরূপ মহানগর জেলার। শনিবার রাত পর্যন্ত ৫০ জনকে নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬২৮-। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে কামরূপ মহানগর জেলার ১৬ জন রয়েছেন।

অসমে শনিবার মোট ৬৫,১৪০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ থেকে ৫,৭৫৬ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষণের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার ৮.৮৪ শতাংশ। এর আগের দিন শুক্রবার এই হার ছিল ৮.২৪ শতাংশ। রাজ্যে কোভিড পজিটিভ সক্রিয় ৩৮,১৪৬ জন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে। তবে কয়েক হাজার পজিটিভ রোগী বাড়িতে আইসোলেশনে অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৪৯,২৯৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরোগ্য লাভের হার ৮৬.২৪ শতাংশ। বিপরীতে সক্রিয় আক্রান্ত ১৩.১৯ এবং মৃত্যুর হার ০.৫৬ শতাংশ।

# ভস্ম তেজপুরের চকবাজার, ছাই তিন শতাধিক দোকানবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি বহু কোটি

তেজপুর (অসম), ৯ মে (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে শোণিতপুর জেলা সদর-শহরে অবস্থিত চকবাজার ভস্ম হয়ে গেছে। প্রায় সাড়ে চারশো দোকানবাড়ির মধ্যে তিন শতাধিক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী, ভারতীয় স্থল ও বাসুসেনার প্রায় ২৫টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত আগুন জ্বলছে। এ ঘটনায় বহু কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

দমকল আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, গতকল্ল শনিবার মধ্যরাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ চকবাজারের কোনও এক দোকানে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ক্ষণিকের মধ্যে আগুন এক এক করে লাগোয়া দোকানবাড়িকে গ্রাস করে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দোকানের মালিকগণ এবং পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের লোকজন জমায়েত হন। ইত্যবসরে তেজপুর সদরের অগ্নিনির্বাপক বাহিনী তাদের আটটি ইঞ্জিন নিয়ে এসে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছুটে আসে মিসামারি সেনা ছাউনি এবং বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। শোণিতপুর এবং পার্শ্ববর্তী ওদালগুড়ি জেলা থেকে মোট ২৫টি ইঞ্জিন নিয়ে সম্মিলিতভাবে আগুন নেভাতে ঝাঁপান সব বাহিনীর জওয়ানরা। প্রায় আট ঘণ্টার কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও রক্ষা পায়নি প্রায় তিন শতাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের ফলেই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। এদিকে গতকাল যোরহাটেও অনুরূপভাবে আরেক অগ্নিকাণ্ডে প্রায় আটটি বসতবাড়ি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

# করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন রাজস্থান রয়্যালসের খেলোয়াড় চেতন সাকারিয়ার বাবা

জয়পুর, ৯ মে ( হি. স) : আনন্দ কিছুদিনের মধ্যেই বদলে গেল বিষাদে। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হেরে গেলেন রাজস্থান রয়্যালসের খেলোয়াড় চেতন সাকারিয়ার বাবা কাঞ্জিভাই সাকারিয়া। রবিবার স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। টুইট করে এ খবর জানিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস ।প্রথমবার আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল ছিলেন চেতন। মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায় বাড়ি ফিরেই বাবার সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। জানিয়েছিলেন, আইপিএল-র টাকাতেই বাবার চিকিৎসা করাচ্ছেন। কিন্তু সে কাজে সফল হলেন না চেতন। হারাতে হল বাবাকে।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকার সমস্ত ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কোভিড পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকার টিকাকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। শান্তিরবাজার ও বিলোনীয়ায় কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফর শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গোমতী জেলার চন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড কেয়ার সেন্টারের চিকিৎসা পরিষেবা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নিরুমোহন জমাতিয়া জানান, এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১২টি আইসিইউ ও ২০টি অ'জেনযুক্ত শয্যা রয়েছে। তাছাড়াও এখানে মাইল্ড কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ৫৫টি শয্যা রয়েছে।

এই কোভিড কেয়ার সেন্টারের শয্যা বৃদ্ধি করে ১০০ করা হবে এবং সব শয্যা অক্সিজেনযুক্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী কোভিড আক্রান্ত রোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মুখ্যমন্ত্রী কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। যখন যা প্রয়োজন হবে তা সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের নজরে এনে দ্রত তার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, জেলাশাসক টি কে দেবনাথ, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ।

## পৃথক

● প্রথম পাতার পর

ঋষিদাসকে পুলিশের একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়।ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন পুলিশ কনস্টেবল। পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় আহত কনস্টেবল নির্মল ঋষি দাসের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে তার স্ত্রী জানান। তিনি পূর্ব থানায় কর্মরত। সহকর্মীরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। তার মাথা এবং পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। একটি পা ভেঙ্গে গেছে। পুলিশের গাড়ির চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে পূর্ব থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে চম্পকনগরের সাধু পাড়া এলাকায় বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক রেগা শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত রেগা শ্রমিক এর নাম জীবন দে। জানা যায় তিনি কাজ সেরে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই একটি বাইক অপর একটি বাইকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে। দ্রুতবেগে ওভারটেক করার সময় পথচারী রেগা শ্রমিক জীবন দেকে ধাক্কা দেয়। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন। বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে বাইকের চালকও আহত হয়। দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

আসেন। সেখানেই ঘটে বিপত্তি। বিদ্যুতের একটি তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে দেখে দীপঙ্কর ঐ তারটিকে দূরে সরাতে গেলেবিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে দীপঙ্কর ছটফট করতে থাকলে সঙ্গীরা উদয়পুর পাওয়ার হাউজ ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে ক্ষণিকের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায়। দীপঙ্কর দেবনাথকে টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দীপঙ্করের নিথর দেহ গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আগামী কাল ময়নাতদন্তের পর দীপঙ্করের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হবে। দীপঙ্করের বাবা হরি দেবনাথ এই ফিসারী অফিসেই চাকরি করতেন। পাঁচ বৎসর আগে অবসর নিয়েছেন। দীপঙ্কর অবিবাহিত ছিল। দীপঙ্করের মৃত্যুতে উদয়পুর অমরসাগর পশ্চিম পাড় সহ ব্যবসায়িক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## পালিত

● প্রথম পাতার পর

জন্য আহ্বান জানান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন শিশুদের মধ্যে সকল রকমের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারলেই সমাজ উপকৃত হবে এবং শিক্ষা কাজে আসবে। আজ বামুটিয়া কমিউনিটি হলে (বেরিমুড়া) বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কথাগুলি বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, বিশ্বকবির ধ্যান ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিকশিত করতে পারলেই এই দিনটি উদযাপনের সার্থকতা আসবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন মানবপ্রেমী ও স্বদেশ প্রেমী। নোবেল পুরস্কার জয়ের মাধ্যমে তিনি ভারতকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভারতকে জানতে হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীদের জানতে হবে। শিক্ষার্থীর মন বুঝে তার বিকাশ ঘটাতে পারলেই শিক্ষা সম্পর্ণতা পাবে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বর্তমান কোভিড সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে অনলাইন বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিলা দাস, শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর কেশব কর সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ। সম্পর্ণ অনুষ্ঠানটি কোভিড সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে আয়োজন করা হয়।

## নতুন মুখ

● প্রথম পাতার পর

মমতা-মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে চলেছেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। তিনি অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে গিয়েছিলেন। নাম আছে শিউলি সাহারও। তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরও। ভোটের আগে তিনি চাকরি ছেড়েছিলেন। নাম রয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা বর্তমান তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইয়ার। মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা হাওড়ার শিবপুরের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি। নতুন মুখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতালি ছবির অভিনেত্রী বীরবাহা হাঁসদা। নতুন মুখ পরেশচন্দ্র অধিকারী, জঙ্গলমহলের বিধায়ক জ্যোৎস্না মাণ্ডি, রথীন ঘোষ, রত্না দে নাগ, আখরুজ্জামান, দিলীপ মণ্ডল, বুলুচিক বারিক, সুব্রত সাহা, ইয়াসমিন সাবিনা, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিপ্লব মিত্র, পুলক রায়।

## অসমের

● প্রথম পাতার পর

বিধায়ক ড় শর্মা ২০১৫ সালে তদানীন্তন তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে এখন পর্যন্ত সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকারের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত ইত্যাদি দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে কার্যনির্বাহ করছেন। সদ্যসমাপ্ত ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মিত্রজোটের তারকা প্রচারক তথা কৌশল রচনাকারী হিসেবে হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আগামীকাল বেলা দুটোয় শপথগ্রহণের পর অসম হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে পাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে।

## শান্তিরবাজারে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়। মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেই জায়গায় মৃত দেহ পাওয়াগেছে তার পাশ্ববর্তী এলাকায় ৩১ নং ও ৬৬ নং ব্যাটেলিয়াম বি এস এফ এর হেডকোয়াটার রয়েছে। অ্মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

# ক্রীড়াঙ্গন

## বিরাটদের প্রায় চারমাসের লম্বা সফর রয়েছে ইংল্যান্ডে

**নয়াদিল্লি, ৯ মে।।** ভারতীয় দলের মিশন এবার বিশ্ব টেস্টচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সাথে রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ইতিমধ্যেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই। বিরাটদের প্রায় চারমাসের লম্বা সফর রয়েছে ইংল্যান্ডে। আগামী ১৮ জুন থেকে নিউজিল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে শুরু হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।

যা শেষ হবে ২২জুন। তারপরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলবে বিরাটবাহিনী। তবে কোভিড পরিস্থিতির কারণে আবারও কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে ভারতীয় দলকে।ভারতে এই মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ব্রিটিশমুলুকেও মারণ ভাইরাস ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। আর তাই বিরাটদের কাটতে হবে কঠোর কোয়ারেন্টাইন পর্ব। প্রথমে দেশের মাটিতেই ৮ দিন ও পরে ইংল্যান্ডের মাটিতে ১০ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ভারতীয় দলকে। অর্থাতমোট ১৮ দিনের কোয়ারেন্টাইন পর্বের মধ্যে থাকতে হবে বিরাটদের। তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পরিবার নিয়ে পাড়ি দিতে পারে ইংল্যান্ডে। এই নিয়ে কোনোরকম নির্দেশিকা জারি করেনি ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। তবে জানা যাচ্ছে, আগামী ২৫শে মে-র মধ্যে কোভিড টেস্ট করে কোভিড সুরক্ষা বলয়ে ঢুকে পড়বে বিরাটরা। যেখানে তারা ৮ দিন থাকবে। এরপর ২রা জুন ইংল্যান্ডে পৌঁছে সেখানে ১০ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থেকে তারপর কিউইদের মুখোমুখি হবে বিরাটবাহিনী। তবে ইংল্যান্ডে কোয়ারেন্টাইন পর্ব থাকাকালীন প্র্যাকটিস শুরু করে দিতে পারবে ভারতীয় দল।

## কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি

**নয়াদিল্লি, ৯ মে।।** কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপাল। শুধু রানি নয়, সুস্থ হয়েছেন ভারতীয় মহিলা দলের আরও ছয় জন খেলোয়াড় সহ দলের ২ জন সদস্য। দীর্ঘ ২ সপ্তাহ নিভৃতবাসে থাকার পরে শেষ পর্যন্ত ফের কোভিড পরীক্ষা করা হয় তাঁদের। পরে তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে ভারতের হকি সংস্থা। সুস্থ হওয়ার পরে সকলের উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি বার্তাও দেন রানি।অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি শুরু করার আগেই ঘোর বিপদ পড়েছিল ভারতের মহিলা হকি দল। সমস্যার কারণ ছিল করোনা। বেঙ্গালুরুর স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) সেন্টারে বসেছে ভারতীয় মহিলা হকি দলের অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি শিবির। সেখানেই শিবির চলাকালীন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রানি রামপাল-সহ বেশ কিছু মহিলা হকি খেলোয়াড়।এই নিয়ে সাই এবং হকি ইন্ডিয়ার মধ্যে শুরু হয়েছিল চাপান উতোর। করোনা অতিমারীর মধ্যে জৈব সুরক্ষা বলয়ে মাঝেই ভারতীয় মহিলা হকি দলকে বেঙ্গালুরুর স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সেন্টারে রাখা হয়েছে। সাইয়ে যেভাবে বায়ো-বাবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে একেবারেই খুশি ছিলনা হকি ইন্ডিয়া। সাইয়ের দাবি ছিল ক্যাম্পাসের মধ্যে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খেতে দেখা গিয়েছে। যুি পাল্টা যুক্তির মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন রানি রামপালরা।সুস্থ হওয়ার পরে রানি রামপাল নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, ”ম্যাসেজ এবং ফোন কলের মাধ্যমে যারা এই সময় আমাদের পাশে থেকেছেন ও মানসিক সাপোর্ট দিয়েছেন তাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এবং আমাদের দলের সদস্যরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাদের পরিবার, হকির মানুষজন, বন্ধু, সমর্থক, ভক্ত সকলের আশীর্বাদে আজ আমরা সুস্থ। বিশেষ করে হকি ইন্ডিয়া ও সাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের এত ভাল খেয়াল রেখেছিলেন। আমার খারাপ লাগছে অনেকেই নিজেদের প্রিয়জনদের হারাচ্ছেন, তাদের জন্য আমি প্রার্থনা করি। বেশি করে নিজেরপ্রয় মানুষ ও পাশের মানুষের সাহায্য করুন। একসঙ্গে আমরা এই অতিমারীর সঙ্গে লড়াই করব। সাবধানে থাকবেন এবং মাস্ক পড়বেন এবং কোভিডের নিয়ম মেনে চলবেন।”

## কুস্তিগীর খুন ! বড়সড় ঝামেলায় ফাঁসলেন কুস্তিগীর সুশীল কুমার

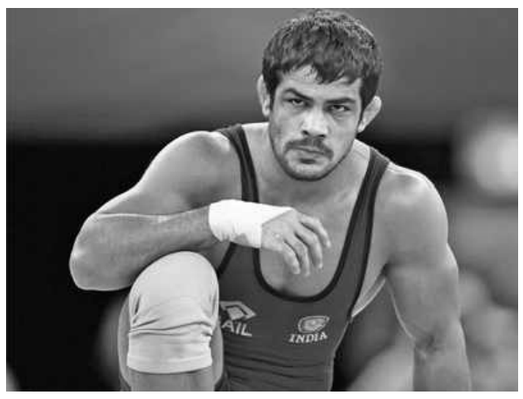

**কলকাতা, ৯ মে।।** বড়সড় ঝামেলায় ফাঁসলেন কুস্তিগীর সুশীল কুমার। কিছুদিন আগে নয়াদিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়ামে দুজন কুস্তিগীরের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। সাগর ধনখড় নামের একজন কুস্তিগীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই ঘটনায় অলিম্পিকে পদক জয়ী সুশীল কুমারের নাম জড়িয়ে যায়। আসলে বহু বছর ধরেই সুশীল দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেন। দিনের অনেকটা সময় তাঁকে ওখানেই পাওয়া যায়। এমনকী ছত্রশাল স্টেডিয়ামের কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন সুশীল কুমার। ওই ঘটনার পর সুশীল কুমার জানিয়েছিলেন, বহিরাগতরা স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকে ঝামেলা করেছিল। যে দুজন কুস্তিগীরের মধ্যে মারামারি হয়েছিল তাঁরা ছত্রশাল স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেননি কখনও। তবে পুলিশ অন্য কথা বলছে।বেশ কয়েকটি কারণে সুশীল কুমারের নাম এই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। সুশীল কুমারের বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সুশীল ফেরার। তাঁর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ওই কুস্তিগীরের মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই সুশীল কুমারকে খুঁজছে পুলিশ। এরই মধ্যে সুশীল কুমারের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ডে। পুলিশ মনে করছে, উত্তরাখণ্ডের কোনও জায়গায় লুকিয়ে রয়েছেন অলিম্পিকে পদক জয়ী কুস্তিগীর। এরই মধ্যে পুলিশের চারটি দল সুশীল কুমারের খোঁজে উত্তরাখণ্ড পৌঁছেছে। সুশীল ছাড়াও অজয়, মোহিত নামের দুজনকেও খুঁজছে দিল্লি পুলিশ। সাগর নামের ওই কুস্তিগীরের হত্যাকাণ্ডে সুশীল কুমার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এর পর পুলিশের তরফে জানানো হয়, স্টেডিয়ামের পার্কিং চত্বরে সেদিন সুশীল কুমার, অজয়, প্রিন্স দালাল, অমিত এবং অন্যদের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়েছিল।ওই কুস্তিগীরের খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রিন্স দালাল মোবাইলে গোটা ঘটনা রেকর্ড করেছিল বলেও পুলিশের কাছে খবর রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি এসইউভি সমেত মোট পাঁচটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যার মধ্যে একটি গুরুগ্রামের কোনও কোম্পানির নামে নথিভুক্ত রয়েছে। আরেকটি গাড়ি হরিয়ানার কুখ্যাত অপরাধী মোহিতের নামে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ স্টেডিয়ামের একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্ক্যান করেছে। তবে যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সিসিটিভি ছিল না। স্টেডিয়ামের বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা স্ক্যান করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার সময় ওই এলাকায় ১০-১৫ জন কুস্তিগীর ছিল। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তারা ফেরার হয়ে যায়। ২৩ বছর বয়সী কুস্তিগীর সাগর হাসপাতালে মারা যান। দুপুর বারোটার সময় ঘটনা ঘটেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

## আফ্রিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব স্থগিত করে দিল ফিফা

**কলকাতা, ৯ মে।।** ধীরে ধীরে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ থাবা বসাতে শুরু করল ক্রীড়াঙ্গনে। একে একে ফের স্থগিত হতে শুরু করল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। বায়ো-বাবলের সুরক্ষার মধ্যেও খেলোয়াড়রা অরক্ষিত হয়ে পড়ায় সদ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে আইপিএলের ১৪ তম সংস্করণ।এবার জুন মাস থেকে শুরু হতে চলা আফ্রিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব স্থগিত করে দিল ফিফা।২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। ফিফার তরফে যদিও করোনা পরিস্থিতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের মানসম্পন্ন স্টেডিয়ামের ঘাটতি থাকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ফিফা ঘোষিত নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে নতুন সূচিতে অনুষ্ঠিত হবে বাছাইপর্বের ম্যাচগুলো। ১০ গ্রুপের বিজয়ী দল যাবে মার্চের ফাইনাল পর্বে। কাতারের ৩২ টি দেশের যে বিশ্বকাপ হতে চলেছে, তাতে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে পাঁচটি দল খেলার সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গত গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রাচ্যের তীব্র উষ্ণতার কথা মাথায় রেখে এবারের বিশ্বকাপটি গতানুগতিক বছরের মধ্যভাগের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হবে নভেম্বর- ডিসেম্বরে।জুনে বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য দু”দিন নির্ধারিত ছিল। তবে করোনা আবহে এই সময় বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা আয়োজনে নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছে বুরকিনা ফাসো, লাইবেরিয়া, মারাভি, মালি, নামিবিয়া, নাইজার, সেনেগাল ও সিয়েরা লিওন।

এদিকে কঙ্গো, লিবিয়া ও উগান্ডার মূল ভেন্যুগুলো বাতিল হলেও আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের উপযুক্ত বিকল্প ভেন্যু তাদের রয়েছে বলে তাদের তরফে জানানো হয়েছে।

## চেলসির বিপক্ষে হেরে অপেক্ষা বাড়ল সিটির

**মাদ্রিস।।** লিগ টেবিলের এক ও তিন নম্বরের লড়াইটা হলো দারুণ জমজমাট। দুই অর্ধে আক্রমণে আধিপত্য করল দুই দল। কিন্তু মিলল না গোলের দেখা। বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদের ড্রয়ে লা লিগার শিরোপা ভাগ্য চলে গেল রিয়াল মাদ্রিদের হাতে।কাম্প নউয়ে শনিবার স্থানীয় সময় দুপুরে শুরু হওয়া লা লিগার ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।ঘরের মাঠে পয়েন্ট হারানোয় শিরোপা লড়াইয়ে জোর ধাক্কা খেল বার্সেলোনা। শিরোপা ভাগ্য ছুটে গেছে আতলেতিকোর থেকেও। তবে শীর্ষস্থানে এখনও তারাই আছে।৩৫ ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট আতলেতিকোর। দুই নম্বরে উঠে আসা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭৫। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল ১ পয়েন্ট কম নিয়ে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে। আসরে প্রথম দেখায় গত নভেম্বরে আতলেতিকোর মাঠে ইয়ানিক কারাসকোর একমাত্র গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধে তারা বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় পারেনি পার্থক্য গড়ে দিতে।নিশ্চিত সুযোগের হিসেবে একটু হলেও এগিয়ে আতলেতিকো। কিন্তু বিরতির পর ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি তারা। প্রথমার্ধে গোলের লক্ষ্যে ছয়টি শট নেয়া দলটি দ্বিতীয়ার্ধে পারেনি একটিও।ম্যাচের প্রথম সুযোগটি আসে উনবিংশ মিনিটে। মারিও এরমোসোর ক্রস ডি-বক্সে খুঁজে পায় আনহেল কোররেয়াকে; তবে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শট দারুণ স্লাইডিং চ্যালেঞ্জে কর্নারের বিনিময়ে বিপদমুক্ত করেন ক্লেমোঁ লংলে।বিরতির আগের ১৫ মিনিটে প্রবল চাপ বাড়ায় সফরকারীরা। ৩৪তম মিনিটে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করে তারা; মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের দেয়াল ভাঙতে পারেনি দলটি। ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে যথেষ্ট গতির শট নিতে পারেননি মার্কোস ইয়োরেন্তে, ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। এরপর সাবেক সতীর্থ লুইস সুয়ারেসের দুরূহ কোণ থেকে নেওয়া ক্রসও ঠেকান তিনি। দুই মিনিট পর কারাসকোর প্রচেষ্টাও ঠেকিয়ে দেন জার্মান গোলরক্ষক।৪১তম মিনিটে মেসির জাদুকরী ফুটবলে প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। ডান দিক থেকে একজনকে কাটিয়ে চোখের পলকে সামনে আরও দুজনের ফাঁক দিয়ে বামে ঢুকে জায়গা বানিয়ে ট্রেডমার্ক শট নেন আর্জেন্টাইন তারকা। অসাধারণ নৈপুণ্যে ঝাঁপিয়ে কোনোমতে আঙুল ছুঁয়ে জাল অক্ষত রাখেন ইয়ান ওবলাক। চার মিনিট পর আরেকটি নিশ্চিত সুযোগ উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন আতলেতিকোর ফেলিপে। মৌসুমের শুরুতে আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এই ম্যাচ দিয়েই প্রথমবারের মতো বন্ধু লিওনেল মেসির মুখোমুখি হন লুইস সুয়ারেস।মৌসুমের শুরুতে আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এই ম্যাচ দিয়েই প্রথমবারের মতো বন্ধু লিওনেল মেসির মুখোমুখি হন লুইস সুয়ারেস।প্রথমার্ধে দুই শিবিরেই চোট আঘাত হানে। শুরুর দিকে গোড়ালির সমস্যায় মাঠ ছাড়েন আতলেতিকোর ফরাসি মিডফিল্ডার তুমা লুমা, বদলি নামেন সাউল নিগেস। আর ৩৩তম মিনিটে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়ে সের্হিও বুসকেতস, বদলি নামে তরুণ মিডফিল্ডার ইলাইশ মোরিবা।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দূর থেকে ভীতি ছড়ান সুয়ারেস। যদিও তাঁর জোরালো হাফ ভলি পোস্টের বেশ বাইরে দিয়ে যায়। পরের ১৫ মিনিটে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে থাকে বার্সেলোনা।৭১তম মিনিটে জর্দি আলবার ক্রসে হেডে বল জালে পাঠান রোনালদো আরাহো। তবে অফসাইডে ছিলেন উরুগুয়ের এই ডিফেন্ডার।আক্রমণের ধার বাড়াতে সের্জিনো দেস্তকে বসিয়ে উসমান দেম্বেলেকে নামায় বার্সেলোনা। ৮৫তম মিনিটে তার হাত হাত ধরেই এগিয়ে যেতে পারতো তারা। তবে অরক্ষিত এই ফরোয়ার্ডের হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়।শেষ সময়ে শেষ একটা চেষ্টা করেন মেসি। কিন্তু তার প্রচেষ্টা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা। নিষেধাজ্ঞায় ডাগআউটে ছিলেন না বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমান। দলের সুযোগ নষ্টে গ্যালারিতে বসা এই ডাচের চোখে-মুখে ছিল হতাশা।তবে, চেনা আঙিনায় পয়েন্ট হারালেও শিরোপা লড়াইয়ে ঠিকই আছে বার্সেলোনা। আগের দিন কুমানও ঠিক তাই বলেছিলেন, এই ম্যাচ শিরোপা নির্ধারক নয়।শিরোপা ভাগ্য রিয়ালের হাতে গেলেও তা ধরে রাখতে বাকি চার ম্যাচের সবগুলো জিততে হবে তাদের। দুরূহ সে চ্যালেঞ্জের প্রথম ধাপে রোববার তাদের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট তালিকার চার নম্বর দল সেভিয়া। ৩৪ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে আছে তারাও।

জিতলেই শিরোপা নিশ্চিত, কিন্তু পারল না ম্যানচেস্টার সিটি। রাহিম স্টার্লিংয়ের গোলে শুরুটা ভালো হলেও ধরে রাখতে পারল না ছন্দ। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে দিল চেলসি।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে টমাস টুখেলের দল। দ্বিতীয়ার্ধে হাকিম জিয়াশ সমতা টানার পর শেষ দিকে ব্যবধান গড়ে দেন মার্কোস আলোনসো।শুধু সিটির শিরোপা জয় নয়, আরও একটি কারণে এই ম্যাচে বাড়তি নজর ছিল সবার। আগামী ২৯ মে তুরস্কের ইস্তানবুলে যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হবে দল দুটি।গত মাসে এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে সিটিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে চেলসি।

এবার লিগের এই জয়, ইউরোপ সেরার মঞ্চে শিরোপা লড়াইয়ে নামার আগে নিশ্চিতভাবে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যাবে টুখেলের হাত ধরে বদলে যাওয়া দলটির।ম্যাচের ফল অন্যরকমও হতে পারতো। প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করেন মৌসুম শেষে ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায়ের ইতি টানতে যাওয়া সের্হিও আগুয়েরো। শুরুর দিকে বল দখলে সিটি একটু এগিয়ে থাকলেও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কোনো দলই। ৩২তম মিনিটে চেলসির টিমো ভেরনার বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। পরের মিনিটে ডি-বক্সে ঢুকে বাইরে মেরে হতাশ করেন এই জার্মান ফরোয়ার্ড।৩৫তম মিনিটে একজনকে কাটিয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে শট নেন স্টার্লিং। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক এদুয়াঁ মঁদি। এটিই ছিল লক্ষ্যে ম্যাচের প্রথম শট।৪৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ডি-বক্সে গাব্রিয়েল জেসুসের পাসে শট নিতে পারেননি আগুয়েরো। পেছন থেকে ছুটে গিয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান স্টার্লিং।প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডি-বক্সে জেসুস ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় সিটি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আগুয়েরোর দুর্বল ‘পানেনকা’ শট খুব সহজেই ঠেকান মঁদি।৬৩তম মিনিটে সমতায় ফেরে চেলসি। সেসার আসপিলিকুয়েতার পাসে মরক্কোর মিডফিল্ডার জিয়াশের নিচু শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া এদেরসনের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়।৭৯ ও ৮১তম মিনিটে বল জালে পাঠিয়েও অফসাইডের কারণে গোল পায়নি সফরকারীরা। ম্যাচ যখন ড্রয়ের পথে, তখনই যোগ করা সময়ে ব্যবধান গড়ে দেন আলোনসো। ভেরনারের পাসে ছয় গজ বক্সের একটু সামনে থেকে শটে বল জালে পাঠান তিনি। উল্লাসে ফেটে পড়ে চেলসি।

## বার্সা-আতলেতিকোর শিরোপা স্বপ্নে ড্রয়ের ধাক্কা

## রিকার্ভ বিভাগে ছাড়পত্র পেয়েছেন অতনু-দীপিকার

**কলকাতা, ৯ মে।।** বাংলার বর আর ঝাড়খণ্ডের কনে। এই দম্পতির বিশেষত্ব হল দু'জনেই বিশ্বজয়ী তিরন্দাজ। বঙ্গসন্তান অতনু দাস ও ঝাড়খণ্ডের মেয়ে দীপিকা কুমারী মনে করছেন, মাত্র আট সপ্তাহেই পৃথিবী বদলে গিয়েছে অনেকটা। নেপথ্যে অবশ্যই বিশ্বজুড়ে করোনার নতুন সংক্রমণ।শনিবার দুপুরে পুণের সেনাবাহিনীর অতিথি নিবাস থেকে অতনু বলছিলেন, ‘‘গুয়াতেমালার বিশ্বকাপে যাওয়া-আসার মাঝেই বুঝলাম কতটা কাঁটা বিছানো রাস্তায় হাঁটতে হচ্ছে।'' দীপিকাও ইতিবাচক মেজাজে বলেন, “পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমাদের প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি থাকতেই হবে। করোনার জন্যই সুইৎজারল্যান্ডে স্টেজ টু বিশ্বকাপে যাওয়া হল না। প্যারিসে স্টেজ থ্রি বিশ্বকাপে নামতেই হবে। তাই ১৫ মে থেকে এক মাস অনুশীলনে ডুবে যাব। আমাদের মহিলা দলকে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেতেই হবে।''টোকিয়ো অলিম্পিক্সে তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ও দলগত রিকার্ভ বিভাগে ছাড়পত্র পেয়েছেন অতনু। মহিলাদের রিকার্ভে ব্যক্তিগত বিভাগে পদকের জন্য লড়াই করবেন দীপিকা। কিন্তু দলগত বিভাগে অতনুদের পুরুষ দল যোগ্যতা অর্জন করলেও এখনও বাকি ভারতীয় মহিলা দলের ছাড়পত্র পাওয়া। দীপিকাদের মহিলা রিকার্ভ দল অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেতে পাখির চোখ করছেন ২১-২৭ জুন প্যারিসে স্টেজ থ্রি বিশ্বকাপকে। কারণ, সেই প্রতিযোগিতা অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র আদায় করার শেষ সুযোগ। অতনু বলেন, “প্যারিসে মেয়েদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এখনও অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিলের মতো দেশ।'' যোগ করেন, ‘‘কোনও কিছুই এখন নিশ্চিত নয়। গুয়াতেমালায় গিয়ে যা বুঝেছি এ রকম ভয়, আশঙ্কার সঙ্গে পারফরম্যান্স কখনও করিনি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার উদয়পুরের চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

# সাংবাদিক আক্রান্ত একাধিক জায়গায় খোঁজ নিলেন এফডিপিএমসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।।** গতকাল রাতে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কাঁকড়াবন প্রতিনিধি দেবব্রত রুদ্রের উপর আক্রমণ করে এক দুর্বৃত্ত। রেগার কাজে একটি দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন দেবব্রত বাবু । দুর্নীতির সংবাদ ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে এলাকার এক দুর্বৃত্ত শনিবার রাত ৯ টায় চড়াও হয় সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্রের উপর। হাতে ও বুকে আঘাত লাগে দেবব্রত রুদ্রের।

এফআইআর হয় কাঁকড়াবন থানায়। স্বভাবসিদ্ধভাবেই আবারও কাঁকড়াবনে দেবব্রত রুদ্রের বাড়িতে ছুটে যান এফডিপিএমসি এর এক প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এফডিপিএমসির সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, এফডিপিএমসি এর সাধারণ সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য ও এফডিপিএমসি এর রাজ্য কমিটির সদস্য দীপন্ত মজুমদার। কাঁকড়াবন থানার ভারপ্রাপ্ত ওসির সাথে দেখা করে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তকে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানান প্রতিনিধিদল। ভারপ্রাপ্ত ওসি আশ্বাস দিয়েছেন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তারের।

গত শুক্রবার দামছড়াতে সাংবাদিক দীপক চক্রবর্তী সংবাদ সংগ্রহে গেলে সেখানেই নিগৃহীত হয় দুষ্কৃতীদের হাতে। এফডিপিএমসি এর ১০/১২ জনের প্রতিনিধি দল গতকালই ছুটে যায় দামছড়ায়। আসামী গ্রেপ্তারের জন্য চাপ সৃষ্টি করে থানার উপর। আগরতলা কেন্দ্র থেকেও একাধিকবার যোগাযোগ করা হয় উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের সাথে। শেষ পর্যন্ত আজ গ্রেপ্তার হয় ২ জন দুষ্কৃতী। কাঁকড়াবনের ক্ষেত্রেও অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জোরালো এফডিপিএমসি রাজ্য কমিটির এবং সাংবাদিকদের উপর সংঘটিত এই ধরণের আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে সংগঠন।

প্রশাসন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের সৈনিকদের উপর এই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলে মিলে রুখে দাঁড়ান। তাতে শক্তিশালী হবে গণতন্ত্র। এফডিপিএমসির তরফ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

# তেলিয়ামুড়া স্টেশনেও রেলযাত্রীদের করোনার পরীক্ষা হচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।।** রেলযাত্রীদের নিত্যদিনের মতো কোভিড টেস্ট চলছে। প্রতিদিনের ন্যায় রবিবারও ধর্মনগর থেকে আগরতলা গামী লোকাল প্যাসেঞ্জার রেলের যাত্রীদের তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে বর্তমান করুণা পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে কোভিড টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে অনেক অসচেতন যাত্রীরা তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন থেকে কোভিড টেস্ট করার ভয়ে পালিয়ে যায়। যদিও মাত্র ৪৪ জনের শরীর থেকে কোভিড টেস্টের নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরমধ্যে ২ জনের শরীরে করুনার জীবাণু পাওয়া যায়। জানা যায় তারা, পেঁচারথল থেকে একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান শেষ করে পেচারথল জয়পুর এলাকার ২৭ বছর বয়সি এক যুবক তার নিকট আত্মীয়া খোয়াই তুলাশিখর এলাকার ১৭ বছর বয়সী যুবতীকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল খোয়াই তুলাশিখর এলাকায়। তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশনে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের শরীরে কোভিড পরীক্ষা করলে এই দুজনের শরীরে করুনার উপসর্গ মেলে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন থেকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখন তাদের শরীরের অবস্থা বুঝে অর্থাৎ যদি তাদের শরীরে কোন অসুবিধা থাকে তবে তাদের আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হবে নতুবা তাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।

# সামান্য বৃষ্টিতেই আঠারমুড়া পাহাড়ে ধস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।।** সামান্য বৃষ্টিতে ১৮ মুড়া পাহাড়ের নেমে পড়লো ধস। গতরাত তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৪৩,৪৪,৪৫ ৪৭ মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের রবিবার আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ।সংবাদে জানা যায় আঠারোমুড়া পাহাড়ে দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে জাতীয় সড়ক চার লাইনের সংস্কারের কাজ চলছে।তার জন্য জাতীয় সড়কের দুই পাশের পাহাড় গুলি কেটে চার লাইনের রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত।তার ফলে রবিবার বিকেলে এক পশলা বৃষ্টিতে জাতীয় সড়কে ধস নেমে পড়ে।ধ নামার ফলে ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৪৩ ৪৪ ৪৫ এবং ৪৭ মাইল মাটি শ্লিপার হওয়াতে জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে যায়।দুই দিক থেকেই শত শত ছোট-বড় দূরপাল্লার গাড়িআটকে পড়ে। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবত ছোট-বড় দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।এদিকে আরো জানা যায় রাস্তা শ্লিপার হওয়ার ফলে অনেক অনেক গাড়ি মাঝপথে আটকে রয়েছে।এদিকে যাত্রীর দুর্ভোগে চরমে উঠেছে বলে সংবাদে জানা যায়।

# তেলিয়ামুড়াতেও যথাযথ মর্যাদায় পালিত রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।।** বিশ্বকবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০ তম জন্মদিন রবিবার। সারা রাজ্যের ন্যায় তেলিয়ামুড়াতে ও কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হল মহাসারম্বে কোভিড-১৯ নীতি নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের সামনে অর্থাৎ কবিগুরুর প্রতিকৃতির পাদদেশে অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা সহ উপস্থিত কর্মকর্তারা। করুণা অতি মারির কারণে কবিগুরুর জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি অনেকটা সাদামাটা ভাবে করা হয়। পরে কবিগুরুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা বলেন,এবছর করুণা অতি মারির জন্য এই অনুষ্ঠান অনেকটা সাদামাটা ভাবে হয়েছে। আগামী বছর গুলোতে বৃহৎ আকারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া তিনি বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সম্পদ রেখে গেছেন তা মানব সভ্যতার কৃষ্টি, সংস্কৃতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## যুব মোর্চার উদ্যোগে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ মে।।** সাংবাদিকদের সংবর্ধনা করল প্রদেশ যুব মোর্চা। রবিবার দুপুরে বিশালগড় তরুণ সংঘের মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বনিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এদিন সাংবাদিকদের হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, সঙ্গে দেয়া হয় মাস্ক ওস্যানিটাইজার। একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বনিক করুনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমস্ত সাংবাদিকরা যেভাবে মাঠে ঝাঁপিয়ে জনসম্মুক্ষে খবর তুলে ধরেছেন তাদেরকে কোর্নিশ জানান তিনি।

## বিশালগড়ে গ্রেপ্তার নেশা কারবারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ মে।।** রবিবার দুপুরে বিশালগড় ব্রিজ চৌমনীতে এক নেশা বিক্রেতা কাম ব্যবসায়ীকে আটক করে এলাকাবাসী এবং বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। ব্রাউন সুগার ড্রাগস কুকিং হিরোইন বিভিন্ন নেশা জাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি করে বলে অভিযোগ বাজার ব্যবসায়ীদের। দিন দিন যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই দোকানের কারনে। এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীরা তক্কে তক্কে ছিল তাকে আটকানোর জন্য শেষ পর্যন্ত আজ কয়েকটি যুবকের কাছে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকার যুবক এবং ব্যবসায়ীরা। উত্তম-মধ্যম দিয়ে দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেয় তাকে। এই নেশা বিক্রেতা কাম ব্যবসায়ীর নাম সুব্রত দেবনাথ। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন আমবাগান এলাকায়। বহুদিন ধরে তাকে আকার ইঙ্গিতে বুঝানোর চেষ্টা করেছিল ব্যবসায়ীরা এবং এলাকাবাসীরা যাতে করে সে এই ব্যবসা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কিছুতেই সে ব্যবসা বন্ধ করছিল না। শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসী আজ হাতেনাতে ধরে রামধোলাই দেয়।পরে বিশালগড় থানার পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে আসে।

## কাবুলের স্কুলে বিস্ফোরণ, ৫৩ জনের মৃত্যু

কাবুল, ৯ মে (হি.স.) : কাবুলের একটি স্কুলে ভযাবহ বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দেশের আভ্যন্তরীণ মন্ত্র সূত্রে খবর শনিবার বিকেলে কাবুলের পশ্চিম প্রান্তে স্থানীয় শহিদ-উল-শুহাদা হাই স্কুলে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রে এ খবর জানা গেছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে প্রথম ঘটনাটি ঘটে। এরপর পরপর দুটি রকেট হামলা হয়। যদিও এখনো পর্যন্ত কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ এই আমলার দায় স্বীকার করেনি।

# টানা ৪ দিন দেশে ৪ লক্ষের বেশি সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৪ হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.) : দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ফের ৪ লক্ষের বেশি। এই নিয়ে পর পর ৪ দিন আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষের গণ্ডি পার করল। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭৩৮ জন। দেশে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৪ হাজারের বেশি। তবে শনিবারের তুলনায় তা সামান্য কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৯২ জনের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৯ মে রবিবার পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ২২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪১৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬২ জনের ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে শুরু হয়ছে সম্পূর্ণ লকডাউন। আংশিক লকডাউন, নাইট কারফিউ, সাপ্তাহিক লকডাউন চলছে বাকি সব জায়গাতেই। কিন্তু কোনও কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না সংক্রমণ। করোনা যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। লাগাতার রেকর্ড গড়ার পর রবিবার মৃতের সংখ্যা সামান্য কমলেও তা স্বস্তিদায়ক মোটেই নয়। কারণ, গত ২৪ ঘণ্টাতেও দেশে মারণ এই ভাইরাসের কবলে পড়েছেন চার লক্ষের বেশি মানুষ। মৃত্যুও হয়েছে চার হাজারের বেশি। তবে, সামান্য স্বস্তি মিলেছে দৈনিক সুস্থতার সংখ্যায়।

আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা উদ্বেগ বাড়ালেও সামান্য স্বস্তি দিয়েছে সুস্থতার সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনামুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪৪ জন। যা দৈনিক আক্রান্তের থেকে কম হলেও এখনও পর্যন্ত সর্বকালের সর্বোচ্চ। যার ফলে দেশের মোট অ্যাকটিভ কেস সামান্য বেড়ে দাঁড়াল ৩৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৪৮ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৪০৪ জন। করোনা রুখতে টিকাকরণে জোর দিচ্ছে ভারত। দেশে টিকাকরণের হারও ক্রমশ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত মোট টিকা পেয়েছেন ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৬৩ জন।

# শান্তিরবাজারে নৈশ কারফিউ চলাকালিন মিষ্টির দোকন খোলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ মে।।** রাজ্যসরকারের নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নাইট কারফিউর মধ্যে শান্তির বাজার খোলা রাখা হলো একটি মিষ্টি দোকান। রাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী শান্তির বাজার শহর এলাকায় চলছে নাইট কারফিউ। শনিবার এই নাইট কারফিউর পঞ্চম দিন ছিলো। বিগত দিনে সন্ধ্যা ৬ টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজারের সকল ব্যাবসায়ী স্বতস্ফূর্তভাবে দোকান বন্ধ করে নিজ ঘরে চলে যায়। কিন্তু পঞ্চম দিনে এর বেতিক্রমী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। শান্তির বাজারে সত্যনারায়নয় মিষ্টান্ন ভান্ডার নামে একটি মিষ্টির দোকান রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দোকানের অর্ধশাটার করে দিব্যি আরামে ব্যাবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে সকল প্রান্তে আরক্ষা প্রসাশন ও মহকুমা প্রসাশনকে অভিযানে নামতে দেখাগেলেও শান্তির বাজারে বেতিক্রমী চিত্র লক্ষ্যয করা যায়। আরক্ষা প্রসাশন প্রতিনিয়ত রাত্রি বেলায় বাজারে একবার এসে ঘুরে যায়। কিন্তু বাজারে যারা অকারনে গাড়ী ও বাইক নিয়ে চলাচল করছে তাদের প্রতি বিরুদ্ধে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করছেনা প্রসাশন। অপরদিকে দোকান খোলা রাখার বিষয়েও প্রসাশন কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেননি। জানা যায় মিষ্টি দোকানদার শাসকদলের ঘনিষ্ট লোক ।তাই কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেননি প্রসাশন। এ ধরনের ঘটনায় অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

# মোহনপুরে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে অগ্নিকান্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।।** সিধাই মোহনপুর এর পঞ্চবটি এলাকায় গতকাল গভীর রাতে সিপিআইএমের একই অফিসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। জানাযায় সিপিআইএমের অফিসটির দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অবস্থায় ছিল।বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সিপিআইএমের পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় এলাকার জনগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।এলাকার শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্যই এ ধরনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে সিপিআইএম।দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিআইএমের পার্টি অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ এবং জবরদখলের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলকে কোণঠাসা করার জন্য শাসকদল ক্রমাগত চক্রান্ত শুরু করেছে।বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা পার্টি অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি হিংসাশ্রয়ী ঘটনা সংঘটিত করে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার চক্রান্ত চলছে তা বেশিদিন করা যাবে না বলে তারা মন্তব্য করেন।এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য দলীয় কর্মী সমর্থক এবং এলাকার জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।পঞ্চ বঁটিতে সিপিআইএমের বন্ধ হয়ে থাকা পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা জানিয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।অভিশপ্ত ওদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

## তেলিয়ামুড়ায় গাড়ির নিচে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।।** এক অপরিচিত মহিলা চলন্ত গাড়ির নিচে পড়ে আত্মহত্যা করতে চায় গত শনিবার বিকেলে পুলিন পুর জাতীয় সড়কে। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীরা ওই মহিলাকে তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ওই মহিলার পরিবারের নজরে আসে। পরে শনিবার মধ্যরাতে পরিবারের লোকজনরা তুই অপরিচিত মহিলা অর্থাৎ শান্তা পুত্তা সাহাকে তেলিয়ামুড়া থানায় এসে যোগাযোগ করে ওই মহিলাকে মিলন সংঘ স্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। তবে পরিবার সূত্রে জানা যায়ওই মহিলা মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি নিয়মিত ওষুধ ও সেবন করছেন। শনিবার সকাল সাতটায় মহিলা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল। তবে তার পরিবারের লোকজন রা ওই মহিলাকে ফিরে পেয়ে ওই পরিবারে স্বস্তি ফিরে এল।

# করোনার ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রী থেকে প্রত্যাহার হোক জিএসটি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ৯ মে ( হি. স) : দেশের করোনা সংকট নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সংকটজনক পরিস্থিতিতে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রীর উপর থেকে জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক। যে সমস্ত চিকিৎসা সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে, সেগুলি থেকে আমদানি শুল্কও প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন মমতা।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গোটা দেশের মতো রাজ্যেও সংক্রমণ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় অভূতপূর্ব সংকট তৈরি হয়েছে। আমরা সকলেই নিজেদের মতো করে চেষ্টা করছি এই পরিস্থিতি মোকাবিলার। ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উৎসকে কাজে লাগানো হচ্ছে। চিঠিতে মমতা লিখেছেন, সরকারের পাশাপাশি বহু বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এজেন্সি এবং বহু ব্যক্তিও চিকিৎসা সামগ্রী কেনার ব্যাপারে বা সরবরাহ করার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করছে। এই সংগঠনগুলি বারবার দাবি জানিয়ে আসছে, যাতে করোনার চিকিৎসায় ওষুধ এবং চিকিৎসাসামগ্রী থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা হোক।

# টাইমস স্কোয়্যারে 'বন্দুকবাজের হানা' এলোপাথাড়ি গুলিতে জখম শিশু-সহ ৩

নিউ ইয়র্ক, ৯ মে (হি.স.) : এবার এলোপাথাড়ি গুলি চলল নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় পর্যটনস্থল তথা ব্যস্ত এলাকা টাইমস স্কোয়্যারে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় জখম এক শিশু-সহ মোট তিন জন। বাকি দুজনই মহিলা। তাঁরা ম্যানহাটনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কে বা কারা কেন গুলি চালাল বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সন্ত্রাসের আতঙ্ক ছড়াতে কোনও বন্দুকবাজ হামলার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ। স্থানীয় সময় শনিবার বিকেল পাঁচটা। কোভিড পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় টাইমস স্কোয়্যারে পর্যটকদের আনাগোনা না থাকলেও বেশ ব্যস্ত ছিল এই এলাকা। আচমকাই সেভেনথ অ্যাভিনিউ এবং ৪৪ স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন আশপাশের সকলে। ঘটনাস্থলে ছুটে যেতেই দেখা যায় এক শিশু-সহ চার জন রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁদের উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে ম্যানহাটনের হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিপদ মুক্ত হলেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা। সূত্রের খবর, তিন চারজনের মধ্যে বচসার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশের একাংশ মনে করছে, আতঙ্ক ছড়াতে কোনও বন্দুবাজ হামলা চালিয়েছিল এই পর্যটনস্থলে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও অজানা। তবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।